কিশোর সায়েন্স ফিকশন

টাইম টেরর

ক্রিস্টোফার পাইক

অনুবাদ। অনীশ দাস অপু

অদ্ভুত একটা খেলনা ওটা।

চাবি ঘুরিয়ে দাও, নিমিষে পৌঁছে যাবে অতীতে কিংবা ভবিষ্যতে। কিন্তু মুশকিল হলো অ্যাডাম ও তার বন্ধুরা সময়ের কাঁধে সওয়ার হয়ে যখন অতীতে চলে যাচ্ছে, তখন বর্তমানটাও যে বদলে যাচ্ছে।

ওরা কি কোনও দিন বর্তমানে ফিরে আসতে পারবে? সেখানে কি স্পুকসভিল শহরের অস্তিত্ব থাকবে? অ্যাডামদেরই কি কোনও অস্তিত্ব আছে?

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৮
প্রকাশক
আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৬ শ্রীশদাস লেন ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১২৪৪০৩, ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০
বিক্রয়কেন্দ্র
৬৮-৬৯ প্যারিদাস রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১১৯৬০৪৭৮৯২
বর্ণবিন্যাস
রাবেয়া কম্পিউটার এন্ড গ্রাফিক্স
৩৮ বাংলাবাজার (৪র্থ তলা), ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ
বানান সমন্বয় : সেলিম আলফাজ
মুদ্রণে
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৬ শ্রীশদাস লেন ঢাকা-১১০০
মূল্য : ৬৫.০০ টাকা

TIME TERROR : Translated by ANISH DAS APU
Published by Afzal Hossen, Anindy Prokash
6 Shrishdas Lane Dhaka-1100 Phone 71 244 03
First Published : February 2008
Price : Taka 65.00
US $ 3
ISNB 984-70082-0051-1

উ ৎ স র্গ

কাকে যে উৎসর্গ করব বুঝতে
পারছি না। কারও নাম মনে
পড়ছে না!

এক

শুক্রবার। সন্ধ্যা। দলটা সিনেমা হলের বাইরে হাঁটাহাঁটি করছে। সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না সিনেমা দেখবে নাকি অন্য কোথাও যাবে। স্যালি উইলকক্স এবং ব্রাইস পুল সিনেমা দেখার পক্ষে। ওয়াচ ভুগছে সিদ্ধান্তহীনতায়। সিন্ডি ম্যাকে এবং অ্যাডাম ফ্রীম্যান সিনেমা দেখতে চাইছে না। ছবির নাম ইনভ্যাসন অব দ্য হরিবল থিং– স্পুকসভিলের প্রেক্ষাগৃহে সবসময় হরর ছবি চালানো হয়। স্যালি এবং ব্রাইস শুনেছে ছবিটি নাকি বেশ ভালো। এবারের গরমের ছুটিতে ছবিটবি একদমই দেখা হয়নি। তাছাড়া ভিডিও দোকানগুলোতে হরর ছবি ছাড়া কিছুই ভাড়া পাওয়া যায় না।

'সিনেমায় না গেলে আমরা করবটা কী?' অনুযোগের সুরে বলল স্যালি। স্যালি অনুযোগ কিংবা নালিশ করতে খুব পছন্দ করে। এটা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে বলা যায়। স্যালি লম্বা, রোগা। মাথাভর্তি কালো, লম্বা চুল। চুলগুলো সবসময় কপালের ওপর পড়ে থাকে, প্রায় ঢেকে রাখে চোখ।

'মনোপলি খেলা যায়,' পরামর্শ দিল সিন্ডি। স্যালির সঙ্গে ঝগড়ার সময়টুকু বাদ দিলে সে দলের সবচেয়ে স্বল্পবাক কিশোরী। তার চুলের রঙ সোনালি, চোখ নীল। অ্যাডামকে সে ভয়ানক পছন্দ করে যদিও অ্যাডাম ব্যাপারটা জেনেও না বোঝার ভান করে।

'এ শহরের মনোপলি খেলা আর দশটা শহরের মতো নয়', সতর্ক করে দিল স্যালি। 'তুমি উল্টো দান মেরেছ কী শুধু টাকাই হারাচ্ছ না, হাতের একটা আঙুলও খোয়াতে হবে। ওরা শহরে যে বোর্ডগেম বিক্রি করে তা ছোটখাট গিলোটিন ছাড়া কিছু নয়।'

‘এমন অদ্ভুত কথা জীবনেও শুনিনি,’ বলল সিন্ডি। ‘এরকম বোর্ডগেম কে খেলতে যাবে?’

‘হ্যালোউইনের সময় এ ধরনের বোর্ডগেম প্রচুর বিক্রি হয়,’ বলল ওয়াচ। ওয়াচ সবসময় দুহাতের কব্জিতে চারটা ঘড়ি পরে থাকে। তার নাম শুধুই ওয়াচ, আগে-পিছে কিছু নেই। সে যোগ করল, ‘এতে পরিষ্কার বোঝা যায় এ শহরের লোকজনের ওই রাতে পোশাক পরতে কেন ঝামেলা পোহাতে হয়। কারণ তাদের হাতে কোনও আঙুল নেই। মনোপলিতে হেরে সবকটা আঙুল খুইয়েছে।’

‘আমরা দাবা খেললেও পারি,’ বুদ্ধি দিল অ্যাডাম। সে শহরে নতুন এসেছে তবে ইতোমধ্যে তাকে দলের অন্যান্য সদস্যরা নেতা বলে মেনে নিয়েছে। কারণ সে খুব সাহসী এবং চতুর। যদিও নিজেকে তা ভাবে না অ্যাডাম। অ্যাডামের পরামর্শ শুনে নাক সিটকাল স্যালি।

‘ওয়াচকে নিয়ে দাবা খেলা সম্ভব নয়,’ বলল সে। ‘কেউ ওকে হারাতে পারে না। এমনকি কম্পিউটারও নয়। ওর সঙ্গে খেলতে বসলে খেলার মজাটাই যায় নষ্ট হয়ে।’

‘আমিও ওর সঙ্গে পারি না,’ বলল ব্রাইস। ‘যদিও আমি বিশ্বের অঘোষিত জুনিয়র দাবা চ্যাম্পিয়ন।’ ব্রাইসও লম্বা এবং কালো চুল। স্পুকসভিলেই তার জন্ম ও বেড়ে ওঠা তবে দলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে সম্প্রতি। সবাই তাকে পছন্দ করে। তবে সে যখন কোনও কিছু নিয়ে বড়াই করে তখন তাকে ওদের ভালো লাগে না।

‘হরর ছবি দেখে দেখে আমাদের বারোটা বেজে গেছে,’ অনুযোগের সুরে বলল সিন্ডি। ‘হরর ছবি দেখলেই রাতে আমি দুঃস্বপ্ন দেখি।’

‘সারা পৃথিবীটাই যখন হরর-এ ভরা তখন হরর ছবি দেখলে কীইবা এসে যায়?’ বলল স্যালি। ‘আফ্রিকার অনাহারী বাচ্চাগুলোর কথা চিন্তা করো। মধ্যপ্রাচ্যের শয়তান স্বৈরশাসকদের দিকে তাকাও। একটা ভালো হরর ছবি দেখলে বিশ্বের এই দুঃখ-দুর্দশার কথা কিছুক্ষণের জন্য হলেও তো ভুলে থাকা যাবে।’

চিন্তিত গলায় বলল সিন্ডি, 'কথাটা মন্দ বলোনি।'

'ছবিটা কী নিয়ে?' জানতে চাইল অ্যাডাম।

উৎসাহ নিয়ে বলতে লাগল ব্রাইস। 'ভিনগ্রহবাসীদের নিয়ে ছবি। তারা পৃথিবীর একটি ছোট শহরে এসে কিছু মানুষের মধ্যে মন পরিবর্তনের মন্ত্র ঢুকিয়ে দেয়। তখন তারা লেসারের মতো তরবারি দিয়ে নিষ্পাপ বাচ্চাদের খুন করতে শুরু করে।'

'হেই,' বলল স্যালি। 'এরকম ঘটনা এ শহরে সত্যি ঘটেছে। এটা ডকুমেন্টারি ছবি নয়তো?'

'গল্পটা শুনে ভালোই মনে হচ্ছে,' বলল ওয়াচ। 'তবে তোমরা যা-ই করো তাতে আমার মত আছে।'

'তুমি খুব গণতান্ত্রিক,' ঠাট্টা করল স্যালি। 'তবে তোমার নিজেরও কিছু মতামত থাকা উচিত।'

কাঁধ ঝাঁকাল ওয়াচ, মোটা কাঁচের চশমাটা নাকের ওপর ঠিক মত বসাল। 'আজকাল সব ধরনের ছবিই ভালো লাগে আমার। কারণ এখন আমি ছবি দেখতে পারি।' ওয়াচের দৃষ্টিশক্তি খুবই ক্ষীণ ছিল। শহরের ডাইনি মিস অ্যান টেম্পলটন ওয়াচের চোখের দৃষ্টিশক্তি ভালো করে দিয়েছে। আধা-অন্ধ ওয়াচ এখন অন্যদের মতোই সবকিছু পরিষ্কার দেখতে পায়।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল অ্যাডাম। 'আমাদের বোধহয় ছবি দেখতে যাওয়াই উচিত। তবে আমার টিকেটটা তোমাদের কাউকে কিনে দিতে হবে। কারণ আমার সাপ্তাহিক হাত খরচার টাকা ইতোমধ্যে পুরোটাই খরচ করে ফেলেছি।'

'তোমার টিকেটের পয়সা আমি দিয়ে দেব, অ্যাডাম,' মিষ্টি গলায় বলল সিন্ডি।

ব্যঙ্গ করল স্যালি। 'অ্যাই ছেলেরা, মনে হচ্ছে ওরা ডেট করতে যাচ্ছে। ওদের সঙ্গে আমাদের বোধহয় থাকা উচিত হবে না। হয়তো একা থাকতে চাইছে ওরা। হয়তো

‘চুপ করো’, বাধা দিল অ্যাডাম। ‘আমাদের এখনও ডেট করার বয়স হয়নি।’

হতাশ দেখাল সিন্ডিকে। ‘ডেট করার জন্য আমাদের বয়স কত হতে হবে?’

দল বেঁধে ওরা প্রেক্ষাগৃহের অফিসে ঢুকল। যে মেয়েটা টিকেট বিক্রি করছে, খুবই ভীতিকর চেহারা তার। তার চুল লম্বা এবং কালো, এমন টকটকে লাল লিপস্টিক মেখেছে ঠোঁটে, ভ্যাম্পায়ারের মতো লাগছে। মরা মাছের মতো চোখ। স্যালি মন্তব্য করল। মেয়েটা পার্ট-টাইম ভ্যাম্পায়ার। মেয়েটার নখগুলো ধারাল এবং লম্বা, যেন রক্তে চোবানো। ওদেরকে এগিয়ে আসতে দেখে হাসল সে। বেড়ালের মতো সবুজ চোখ। জ্বলজ্বল করছে।

‘আমাদের স্থানীয় তারকারা,’ মসৃণ গলায় বলল সে। ‘তোমাদের জন্য কী করতে পারি?’

টাকা দিল ওয়াচ। ‘ইভনিং শোর চারটে টিকেট দিন, প্লীজ।’

ভীতিকর চেহারার মহিলা টাকা নিল। হঠাৎ থমকে গেল।

‘তোমাদের বয়স কত?’ জিজ্ঞেস করল সে।

‘বারো,’ জবাব দিল ওয়াচ। ‘কেন?’

‘ছবিটি এফ-রেটেড,’ জবাব দিল সে। ‘কাজেই টিকেট বিক্রি করার আগে তোমাদের বয়স জানার আইনত অধিকার আমার আছে।’

‘আমি কোনওদিন এফ-রেটেড ছবির কথা শুনিনি,’ বলল সিন্ডি।

‘এফ-এ কী হয়?’

ভ্যাম্পায়ার মহিলা ঝুঁকে এল সামনে। ‘এফ মানে ফ্যাটাল। এর মানে ছবিটি এমন ভয়ংকর যে ভয়ে তোমাদের জান উড়ে যাবে।’

খিলখিল হাসল স্যালি। ‘শুনুন লেডি, আমাদের বয়স বারো হতে পারে তবে আমাদের যে সব হরর অভিজ্ঞতা হয়েছে তার সামনে আপনার মতো ডজনখানেক ভ্যাম্পায়ার কিছুই না।’

ভ্যাম্পায়ার সম্বোধন শুনে মহিলা রাগতো করলই না বরং খুশি হলো।

'তাহলে আমার কথা শুনেছ তোমরা?' জিজ্ঞেস করল সে।

'অবশ্যই,' বলল স্যালি। 'আমি জানি আপনি পপকর্নে বাটারের বদলে রক্ত মেশানোর চেষ্টা করেন। আপনি আরও ভ্যাম্পায়ার তৈরির তালে আছেন। আপনারা এ শহর দখল করার মতলব করেছেন। কিন্তু তেমন কিছু ঘটতে দেয়া হবে না। কথাটা আগেই জানিয়ে রাখলাম। আমরা চাই আমাদের পপকর্নে লবণ এবং বাটার যেন ঠিকমত মেশানো হয়।'

মহিলা একবারও রাগ করল না। শুধু বলল, 'তোমরা নিশ্চয় জানো এ প্রেক্ষাগৃহে বিনে পয়সায় পপকর্ন দেয়া হলেও বাটার এবং লবণের জন্য অতিরিক্ত পাঁচ ডলার দিতে হবে।'

ওয়াচ একতারা নোট বের করল। 'আমাদের কাছে টাকা আছে। পপকর্নে যাতে রক্তটক্ত লেগে না থাকে সেদিকে লক্ষ রাখবেন।'

হেসে উঠল ভ্যাম্পায়ার চেহারার মহিলা। লম্বা কালো চুলে আঙুল চালিয়ে বলল, 'তোমরা অবশেষে আমার সঙ্গে যোগ দেবে। গোটা শহরের সবাই ভ্যাম্পায়ার হয়ে যাবে।'

টিকেটগুলো মহিলার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল স্যালি। 'আমরা যে সব দানবের সঙ্গে লড়াই করেছি তার তুলনায় আপনার মতো ভ্যাম্পায়ার তো নস্যি। সময় হলে আপনার মোকাবেলা করা হবে।'

মহিলা হেসে উঠল আবার।

ওরা ভেতরে গেল সিনেমা দেখতে।

ছবিটি বেশ ভালো। শিরশির করে গা।

সবারই ছবিটি পছন্দ হলো, সিন্ডি এবং অ্যাডামসহ।

দুই

ছবি শেষ হবার পরে পেছনের দরজা দিয়ে গলিপথে বেরিয়ে এল ওরা। লবি থেকে হট্টগোলের আওয়াজ ভেসে আসছে। তবে ওতে ওরা নাক গলাল না। মনে হচ্ছে ভ্যাম্পায়ার মহিলা কোনও তরুণ দম্পতির রক্তপানের চেষ্টা করছে। মাঝে মাঝে স্পুকসভিলে অন্যদের সমস্যায় নাক না গলানোই ভালো। এমনকী অ্যাডাম, যে মানুষের বিপদ দেখলেই ছুটে যায় সে-ও অবশেষে ব্যাপারটির মাজেজা উপলব্ধি করতে পেরেছে।

গলি পথে ওরা দেখতে গেল টাইম টয়টিকে।

ওদের ডানদিকে, অন্ধকারে আড়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ওটা।

শুরুতে জিনিসটাকে টাইম টয় নাম দেয়নি ওরা। প্রথম দর্শনে ওটাকে সাধারণ একটা রোবট বলেই মনে হয়েছিল। চেহারাটা ভূতুড়ে যোদ্ধার মত, গায়ের রঙ কমলা, ধাতব শরীর, মিটার খানেক লম্বা। ওটার পেটে বড়সড় একটি হলদে ঘড়ি বসানো, দেখে মনে হচ্ছিল অচল। ওটার মুখ এবং চোখ থেকে হালকা সাদা একটা আভা বেরুচ্ছিল, যেন ব্যাটারিতে চলছে। ওরা ওটাকে কিছুক্ষণ পরখ করল।

'জিনিস তো ভালোই,' অবশেষে মন্তব্য বরল ওয়াচ।

'এটাকে এখানে ফেলে রেখে গেল কে,' বলল সিন্ডি।

'আবর্জনা ভেবে হয়তো ফেলে রেখে গেছে,' ওটার মাথায় হাত ছোঁয়াল স্যালি।

'তবে এটাকে আমরা বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি না,' বলল অ্যাডাম, 'গতবারের কথা মনে আছে 'উইশিং স্টোন' বাড়ি নিয়ে গিয়ে কী দশা

হয়েছিল। একটা পরাধীন গ্রহে কতগুলো শয়তান ভিনগ্রহবাসী আমাদের বন্দি করে রেখেছিল।'

'ওটা ছিল ভিন্ন জিনিস,' বলল স্যালি। 'মানুষকে ফাঁদে ফেলার জন্য ওই ডিভাইসটা রাখা হয়েছিল। কিন্তু এটাকে নিষ্কলুস একটা খেলনা ছাড়া অন্য কিছু মনে হচ্ছে না আমার।'

'কিন্তু জিনিসটা তো আমাদের না।' বলল সিন্ডি।

'কাজে লাগবে না বলেই এর মালিক এটাকে এখানে ফেলে রেখে গেছে,' বলল স্যালি। 'বোঝাই যায় এটা তার কাছে স্রেফ আবর্জনা ছাড়া অন্য কিছু ছিল না।' পুতুলটার ধাতব হ্যাটের কমলা রঙের ধারগুলোতে আঙুল ছোঁয়াল সে। 'আমি এটাকে বাড়ি নিয়ে যাব।'

'এ তো চুরি,' হিসিয়ে উঠল সিন্ডি।'

'তুমি বড্ড নীতিবাগিশ,' বলল স্যালি। সে খেলনাটার দিকে ঝুঁকল, ওয়াচও। ওয়াচ খেলনার পেটের ঘড়িতে হাত বুলাতে লাগল। খেলনার ভেতর থেকে ভেসে এল মৃদু গুঞ্জন। 'খেলনাটা নিশ্চয় চালু হয়ে গেছে,' বলল ওয়াচ। 'ভাবছি এটা কী কাজ করে।'

'বোধহয় হাঁটাহাঁটি করে আর কথা বলে।' মন্তব্য করল স্যালি।

'আমার তা মনে হয় না,' বলল ওয়াচ। সে ঘড়ির কাঁটা ধরে নাড়াচাড়া করছে। 'আমার ধারণা এই ঘড়িটিই খেলনাটির সমস্ত কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।' খেলনার মাথায় তিনটা ডায়ালের দিকে ইঙ্গিত করল সে। এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা লেখা প্রতিটি ডায়ালে। গুঞ্জন ধ্বনি ক্রমে বেড়ে চলেছে। মুখ এবং চোখের সাদা আলোও আগের চেয়ে উদ্ভাসিত। ওয়াচ বলল, 'এগুলো বোধহয় ঘড়িটির সঙ্গে সংযুক্ত।'

খেলনার ওপর ঝুঁকে এল অ্যাডামও। 'ঘড়ির হাত ধরার কারণে এটা হয়তো চালু হয়ে গেছে।'

ওর সঙ্গে একমত হতে পারল না ওয়াচ। 'এটা আগে থেকেই চলছিল। নাহ্, আমার ধারণা ব্যাটারিতে চলছে এ ঘড়ি। খেলনার

পেছন এবং পাশের দিকটা পরখ করল সে, ব্যাটারি প্যানেল খুঁজছে। ঘাড় ফুঁড়ে বেরুনো বোল্ট স্পর্শ করল সে। আরও বাড়ল গুঞ্জন। 'এ খেলনার ব্যাটারি কোথায় রাখা আছে বুঝতে পারছি না।'

সিধে হলো স্যালি। খেলনাটিকে তুলে নেয়ার চেষ্টা করল।

গুঙিয়ে উঠল, ' সাংঘাতিক ভারী।'

'ভালোই হলো। এখন আর এটা বাড়ি নিয়ে যেতে পারবে না,' বলল সিন্ডি।

'তোমার নীতিকথা ছাড়োতো,' নাখোশ স্যালি। 'আমি এটা চুরি করছি না। বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি যত্ন করে রাখতে।'

ব্রাইসও খেলনার পেছন দিকটাতে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে। 'খেলনাটার শরীরও কেমন গরম হয়ে উঠেছে, দেখেছ? শব্দের আওয়াজ বেড়ে যাচ্ছে, মুখ এবং চোখ থেকে আরও বেশি আলো বেরুচ্ছে।'

ওয়াচ বলল, 'এটাকে নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি না করাই ভালো।'

গোঁ ধরে রইল স্যালি। 'কেন, কী হয়েছে? এটা খেলনা ছাড়া তো অন্য কিছু নয়।'

'আমার মনে হচ্ছে না সাধারণ কোনও ব্যাটারিতে এ জিনিস চলছে,' বলল ওয়াচ। স্যালির কাঁধে হাত রাখল সে, ওকে খেলনার কাছ থেকে টেনে নিয়ে আসার চেষ্টা করল। দলের বাকি সদস্যরা খেলনার সামনে থেকে একটু দূরে সরে দাঁড়াল। কিন্তু স্যালি গোঁয়ারের মতো আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল।

ওয়াচ বলল, 'ব্যাটারিতে যখন চলছে না তার মানে অন্য কোথাও থেকে শক্তি পাচ্ছে এটা। শক্তির উৎস না জানা পর্যন্ত এতে হাত দেয়া উচিত হবে না।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিছিয়ে এল স্যালি। খেলনার গা থেকে বিচ্ছুরিত আলোয় গোটা গলিপথ আলোকিত, গুঞ্জন ধ্বনি এতই জোরালো মূল রাস্তা দিয়েও শোনা যাচ্ছে। স্যালিরও এবারে কেমন একটু ভয় ভয় করতে লাগল।

'এটা বোধহয় সাধারণ কোনও খেলনা নয়,' বলল ও।

ওয়াচ বন্ধুদেরকে দূরে সরে যেতে ইংগিত করল। 'এরকম জিনিস জীবনেও দেখিনি। এটা এ গ্রহের জিনিস কিনা কে জানে।'

মুখ বাঁকাল স্যালি। 'তুমি সবসময় উল্টোপাল্টা কথা বল। একটু অদ্ভুত জিনিস হলেই তা ভিনগ্রহের হতে হবে এ কেমন কথা। আমি বাজি ধরে বলতে পারি এটা...' কথাটা আর শেষ করতে পারল না স্যালি।

গুঞ্জনধ্বনি অকস্মাৎ পরিণত হলো বজ্র নিনাদে।

চোখ ধাঁধানো একটা আলো ঝলসে উঠল।

ওরা কেউ ছিটকে পড়ল, কেউ উঠে গেল আকাশে।

দেখল চারপাশে বিস্ফোরিত হচ্ছে নক্ষত্র, বনবন করে ঘুরছে গ্রহ।

যেন ওরা মহাজাগতিক একটি ঝড়ের কবলে পড়ে গেছে।

ব্যাপারটা খুবই ভয়ংকর। হরর ছবির চেয়েও ভয়ানক।

এবং এ ভয়াবহতার যেন কোনও শেষ নেই।

তিন

অবশেষে ভৌতিক দৃশ্য ও শব্দের অবসান ঘটল। ওরা নিজেদেরকে আবিষ্কার করল একটি সবুজ পাহাড়ের পাদদেশে। সাগরের দিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে পাহাড়টি। চারপাশে স্বল্পসংখ্যক ভবন। দেখলেই মনে হয় অনেক পুরানো। কাঠ এবং পাথর দিয়ে তৈরি কক্ষের একটি ভবনের চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। পানিতে ভাসছে পুরানো আমলের পালতোলা নৌকা। আবছা আলো, সূর্য পাটে বসছে।

এখানকার পাহাড়-পর্বত, বাড়িঘর কোনও কিছুই অচেনা মনে হচ্ছে না। সমস্যা হলো নিজেদের শহরটাই অদৃশ্য হয়ে গেছে।

'আমরা কোথায়?' অবাক গলায় প্রশ্ন করল সিন্ডি। 'কী হয়েছে?'

'তোমাকে মানা করেছিলাম খেলনাটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করো না,' অভিযোগের সুরে বলল সিন্ডি। ভয় পেয়েছে।

'আমরা ঠিকই আছি,' চট করে বলল অ্যাডাম, সবাইকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। 'যাই ঘটুক তাতে আমাদের কোনও ক্ষতি হয়নি।' তবে খেলনাটা আমাদেরকে অচেনা কোনও জায়গায় নিয়ে এসেছে।'

তখন ওরা খেলনাটির উপস্থিতির ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠল। ওটা ওদের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। তবে ওটার ভেতরে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে না কিংবা গা থেকে আলোও বিচ্ছুরিত হচ্ছে না। দোকানের তাকে রাখা খেলনার মত অতি সাধারণ একটি খেলনা মনে হচ্ছে ওটাকে। ওয়াচ খেলনার পাশে বসল হাঁটু গেড়ে, তবে তক্ষুনি স্পর্শ করল না।

‘আমরা অচেনা কোনও জায়গায় আসিনি,’ শান্ত গলায় বলল সে।

‘কী?’ বলল স্যালি। ‘তুমি ভুল করছ। আমরা নিশ্চয় এখন স্পুকসভিলে নেই।’

ওয়াচ তাকাল ওদের দিকে। ‘আমরা স্পুকসভিলেই আছি। চারপাশে একবার চোখ বুলাও, আশেপাশের প্রায় সবকিছুই ঠিকঠাক আছে। শুধু বদলে গেছে ভবনের চেহারা আর মানুষের সংখ্যা।’

‘এগুলো মারাত্মক কোনও পরিবর্তন নয়,’ বলল স্যালি।

সিধে হলো ওয়াচ। স্বল্পসংখ্যক ভবন এবং সাগরের পালতোলা নৌকা দেখাল। ‘এটা স্পুকসভিল। তবে কয়েকশ বছর আগের স্পুকসভিল। এ খেলনাটি একটি টাইম টয়। এটা আমাদেরকে কয়েকশ বছর আগের স্পুকসভিল শহরে নিয়ে এসেছে।’

ওর মন্তব্য স্তম্ভিত করে তুলল দলের সদস্যদেরকে, তবে কেউই তার সঙ্গে তর্ক করল না। কারণ চারপাশে চোখ বুলিয়ে মনে হচ্ছে ওয়াচের কথাই সত্য। ব্রাইস সমর্থনের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল।

‘তুমি ঠিকই বলেছ, ওয়াচ,’ বলল সে। ‘আমাদের অবস্থান আদৌ বদলায়নি – সমুদ্র থেকে এ শহর আগের মত দূরত্বেই রয়েছে। কিন্তু তোমার কি সত্যি মনে হয় আমরা অতটা পেছনে চলে এসেছি?’

মাথা দোলাল ওয়াচ। ‘হুঁ, আমরা বোধহয় অষ্টাদশ শতকে চলে এসেছি। সাগরে ওই নৌকাটা বোধহয় ১৭৫০ সালের।’

‘চমৎকার,’ উত্তেজনা নিয়ে বলল স্যালি। ‘চলো, অভিযানে নেমে পড়ি। সবসময়ই কল্পনা করতাম যদি অতীতকালে চলে যাওয়া যেত তাহলে কত না মজা হতো।’

মাথা নাড়ল ওয়াচ। ‘আমাদের এরকম কিছু করা উচিত হবে না। সময়ের রেখা অতিক্রম করার ঝুঁকি নেয়া যাবে না।’

‘মানে?’ জিজ্ঞেস করল সিন্ডি।

‘সময় কীভাবে কাজ করে এটা হলো তার একটি থিয়োরী বা তত্ত্ব,’ ব্যাখ্যা দিল ব্রাইস। ক্যাজুয়ালিটির আইডিয়ার ওপর ভিত্তি করে এটি গঠিত। যেমন ধরো, তুমি যদি অতীতে ফিরে যাও এবং তোমার

তরুণী দাদীমাকে হত্যা করো ওটা একটা প্যারাডক্স সৃষ্টি করবে। সে মারা গেলে তুমি আর জন্মগ্রহণ করতে পারছ না। তার মানে তুমি তাকে খুনও করছ না। করলেও সেটা হবে অসম্ভব একটা ব্যাপার। অতীতের ওপর হস্তক্ষেপ করলে কী সমস্যার উদ্ভব হতে পারে, বুঝতে পারছ?'

ভুরু কোঁচকাল সিন্ডি। 'অনুমান করতে পারছি।'

'কিন্তু কাউকে আমি খুন করতে চাই না,' বলল স্যালি। 'আমি শুধু কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলব এবং তাদেরকে জানাব ভবিষ্যৎ কীরকম। তাছাড়া আমি কেন আমার মিষ্টি দাদীমাকে খুন করতে যাব?'

'ব্রাইস প্যারাডক্সের একটা উদাহরণ টানল মাত্র। প্যারাডক্স হলো প্রচলিত মতের বিরুদ্ধাচরণ করা। ব্রাইস বলল অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে এরকম কিছু একটা ঘটতে পারে,' বলল ওয়াচ। 'এ সময়কালের কারও সঙ্গে ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বললে ভবিষ্যৎ বদলে যেতে পারে। কেউ আমাদের দিকে ফিরে তাকালেও এরকম কিছু ঘটতে পারে।'

'আমরা দেখতে এমন সুন্দর নই যে কেউ ফিরে তাকাবে,' বিড়বিড় করল স্যালি।

'আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি,' বলল অ্যাডাম। 'আমাদেরকে সাবধানে চলাফেরা করতে হবে। আমরা এ জিনিসটাকে স্রেফ খেলনা হিসেবে দেখছি আসলে এটা তা নয়। এটাকে আবার রি-প্রোগ্রাম করে আমাদের নিজেদের সময়ে ফিরে যেতে হবে।'

টাইম টয়ের ওপরে আবার ঝুঁকল ওয়াচ। 'কথাটা বলা যত সহজ করা ততটাই কঠিন, আমি দুর্ঘটনাক্রমে এটার সময় কো-অর্ডিনেট করে ফেলেছি। কিন্তু কীভাবে আমাদের সময়ে ফিরে যাব তা জানি না। ঘড়ির সঙ্গে যেভাবে ডায়ালগুলো সেট করা আছে- মনে হয় না এগুলো আমাদের ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে।'

ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল ব্রাইস। 'কিন্তু ঘড়িটিকে আমার স্ট্যান্ডার্ড ঘড়ি বলে মনে হচ্ছে। ডিভাইসটি এ গ্রহে ব্যবহারের উপযোগী করেই বানানো হয়েছে। ডায়াল কীভাবে নতুন করে বিন্যাস করা যায় তার একটা ইঙ্গিত পাচ্ছি আমি।'

'ইঙ্গিত মাফিক কাজ করতে গিয়ে আমাদেরকে আরও অতীতে পাঠিয়ে দিয়োনা যেন,' বলল সিন্ডি। 'আমি ডাইনোসরদের ধাওয়া খেতে চাই না। গতবার টেরোডাকটিলটা আমাকে তার প্রাগৈতিহাসিক বাসায় নিয়ে গিয়ে বহু নাকানি চোবানি খাইয়েছে।'

মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়ল স্যালি। 'ওটা একটা বড় গিরগিটি পাখি ছিল। আমি মোটেই ভয় পাইনি।'

অপমানিত বোধ করল সিন্ডি। 'তুমি তো ওটাকে দেখা মাত্র চিৎকারের চোটে গলা ফাটিয়ে ফেলেছিলে। বাঁচাতে না গেলে ওটা তোমাকে খেয়ে ফেলত।'

'তুমি আবার কবে আমাকে কোনও কিছু থেকে বাঁচিয়েছ?' বলল স্যালি। 'যখনই কোনও অভিযানে বেরিয়েছি, তোমার চোখের জল মুছতে মুছতেই আমার সময় গেছে।'

'তোমরা দুজনে থামবে দয়া করে?' খেঁকিয়ে উঠল অ্যাডাম। সে ওয়াচ এবং ব্রাইসের পাশে বসে খেলনাটি দেখছে। 'আমরা খুব ঝামেলার মধ্যে আছি। একসঙ্গে কাজ করতে হবে সবাইকে।'

হাত দিয়ে আবার মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করল স্যালি। 'ডিভাইস রিসেট করার উপায় ওয়াচই দেখিয়ে দেবে। সে এসব কাজে খুব পটু।'

'আমার ওপর আস্থা রাখার জন্য ধন্যবাদ,' সাবধানে ডায়াল স্পর্শ করল ওয়াচ। 'তবে আমি হয়তো দুর্ঘটনাক্রমে তোমাদেরকে পৃথিবী সৃষ্টির আগের সময়ে নিয়ে যেতে পারি।'

'তাহলে তখন কী হবে?' জিজ্ঞেস করল সিন্ডি।

'মরে যাব সবাই,' গম্ভীর গলায় জবাব দিল ব্রাইস। 'আমরা মহাশূন্যের শীতল শূন্যতার মাঝে গিয়ে পড়ব।'

ওয়াচ এবং ব্রাইস টাইম টয় নিয়ে ব্যস্ত, স্যালি একটু ঘুরে আসতে চাইল। কিন্তু অ্যাডাম ওকে যেতে দেবে না।

'প্যারাডক্স নিয়ে ওয়াচ আর ব্রাইস কী বলল শুনলেই তো,' বলল অ্যাডাম।

অধৈর্য শোনাল স্যালির কণ্ঠ। 'শুধু পাহাড়চুড়োয় উঠে চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে আসব। এতে কারও কোনও ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না। এ শহরের লোকজন হয়তো এখন নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে।'

'যেতে চাও নিজের ঝুঁকিতে যাও,' বিড়বিড় করল ওয়াচ।

'এবং বিশ্বের বাকি সবার জন্য ঝুঁকি নিয়ে যাও,' যোগ করল ব্রাইস।

সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে অ্যাডাম। চারপাশে একটু চোখ বুলিয়ে এলে তেমন কোনও ক্ষতি হবে বলে তার মনে হচ্ছে না। প্রাচীন আমলের শহরটা একটু ঘুরে দেখতে তারও কৌতূহল হচ্ছে।

'ঠিক আছে,' অবশেষে বলল সে। 'কিন্তু কারও সঙ্গে যদি দেখা হয়েই যায়, আমরা কথা বলব না।'

'আচ্ছা,' রাজি হলো স্যালি।

অ্যাডাম, সিন্ডি এবং স্যালি কাছের পাহাড়ের দিকে পা বাড়াল। এদিকের ঘাসগুলো লম্বা এবং ঘন– হাঁটতে কষ্টই হচ্ছে। তবে ওরা পাহাড়চুড়োয় উঠে দুশো বছর পুরানো স্পুকসভিল দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। ওদের শহরের গির্জা এবং কবরস্থানটা যথাস্থানে আছে দেখে ওরা তো অবাক। ডাইনির প্রাসাদও বর্তমান। তবে এখন আগেরটার চেয়ে ছোট লাগছে দেখতে। প্রাসাদের সামনে জলা বা পরিখাটিও আছে।

'ওয়াও,' বলল স্যালি। 'মনে হচ্ছে মেডেলিন টেম্পলটনের সময়ে চলে এসেছি।'

'কে যেন সে?' জিজ্ঞেস করল সিন্ডি। 'নামটা চেনা চেনা লাগছে।'

'এ শহরের মূল প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় তাকে,' জানাল স্যালি।

'সে অ্যান টেম্পলটনের প্রপিতামহীর প্রপিতামহীর প্রপিতামহী। ডাইনিদের মধ্যে তার শক্তি সবচেয়ে বেশি বলে ধারণা করা হয়। এ শহরের লোকেরা তাকে হত্যা করে।'

'এ শহরের লোকজন তেমন বন্ধুবৎসল নয় দেখছি,' মন্তব্য করল সিন্ডি।

'ওদের মন ছিল কুসংস্কার ভরা,' বলল অ্যাডাম।

'আমার ধারণা এ শহরটা আমাদের শহরের মতোই ভূতুড়ে,' বলল স্যালি।

অ্যাডাম বলল, 'চলো, এখন ফেরা যাক। আমরা এখানে অ্যাডভেঞ্চার করতে আসিনি।'

মাথা ঝাঁকাল স্যালি। অনিচ্ছাসত্ত্বেও নেমে এল পাহাড় বেয়ে। বিড়বিড় করে বলল, 'তবে এ শহরেও কখন অ্যাডভেঞ্চারে জড়িয়ে গেছ জানতেও পারবে না।'

ওরা ফিরে এল ওয়াচ এবং ব্রাইসের কাছে। তারা এখনও খেলনা নিয়ে ব্যস্ত। খেলনাটি চালু হয়ে গেছে। শব্দ হচ্ছে, বেরুচ্ছে আলো। ওয়াচ খেলনার বেল্টে চাপ দিল। সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে গেল শব্দ ও আলোর মাত্রা। সে পিছিয়ে গেল এক পা। 'তোমরা শক্ত হয়ে দাঁড়াও।'

অ্যাডামের কাছ ঘেঁষে এল সিন্ডি। 'আমরা বরং একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে থাকি। বন্ধুদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে আমার মোটেই ভালো লাগবে না।'

সিন্ডির পরামর্শে ওরা একে অন্যের হাত চেপে ধরল। গুঞ্জন ধ্বনিটা সমস্ত শব্দ ছাপিয়ে বেড়ে চলেছে। খেলনার চোখ এবং মুখ থেকে বিচ্ছুরিত আলো ওদের প্রায় অন্ধ করে দিল।

হঠাৎ আলো এবং শব্দের বিস্ফোরণ ঘটল।

আবার ছিটকে গেল ওরা, উড়তে লাগল শূন্যে।

গোটা ব্রহ্মাণ্ড যেন বোঁ বোঁ করে ঘুরছে ওদের চারপাশে।

ওরা পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছে বটে তবে মনে হচ্ছে একেকজন যেন আলোকবর্ষ দূরে।

তারপর আবার সেই কানফাটানো শব্দ এবং চোখ অন্ধ করে দেয়া আলোর বিচ্ছুরণ।

ওরা দেখল ওরা সিনেমা হল এর গলির পেছনে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রেক্ষাগৃহ থেকে আগের মতো হট্টগোলের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে যেন সেই ভ্যাম্পায়ার নারী এখনও সেই তরুণ দম্পতির রক্ত পানের পায়তারা করছে। আবার বর্তমান সময়ে ফিরে আসতে পেরেছে বলে সবাই খুব খুশি। ওয়াচের জন্য এটা সম্ভব হয়েছে বলে অন্যরা তার অকুণ্ঠ প্রশংসা করল, এত প্রশংসায় বিব্রতবোধ করল ওয়াচ। বলল, ব্রাইসেরও এর পেছনে অবদান আছে। ও–ও অর্ধেক ক্রেডিট পাবার অধিকারী। হেসে উঠল স্যালি। চোখ টিপল ব্রাইসকে লক্ষ করে। 'ওকে সে ক্রেডিট আমরা পরে দেব।'

'আমার প্রশংসার প্রয়োজন নেই,' বলল ব্রাইস। 'আমার যা করার দরকার ছিল তা-ই করেছি। তোমরা যে সুস্থ আছ তা-ই যথেষ্ট।'

সবাই হেসে উঠল ব্রাইসের দিকে তাকিয়ে। 'ওহ ব্রাদার,' বলল স্যালি। 'এত বিনয়ী সেজোনাতো। আমাদের সবাই প্রশংসার কাঙাল। আমরা সবাই মানুষ, তুমিও। যদিও তুমি ব্যাপারটা স্বীকার কর না।' সে ব্রাইসের পিঠ চাপড়ে দিল। 'আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, ব্রাইস, আমাদের জীবন রক্ষার জন্য। তোমরা দুজনে মিলে সত্যি দারুণ একটা কাজ করেছ।' সে খেলনার দিকে ফিরল। 'এবারে জিনিসটা বাড়ি নিয়ে যেতে আমাকে সাহায্য করো।'

সবাই বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল স্যালির দিকে।

এত কিছুর পরেও তুমি এটা বাড়ি বয়ে নিয়ে যেতে চাইছ? জিজ্ঞেস করল সিন্ডি।

'অবশ্যই,' বলল স্যালি। 'এখানে এটা এভাবে ফেলে রেখে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। কারও হাতে এটা পড়লে সে তো এর বিপজ্জনক দিকটা সম্পর্কে জানতে পারছে না। তারা হয়তো

গুহামানবের আমলে চলে যাবে। ধ্বংস করে ফেলবে সকল আধুনিক সভ্যতা।'

'স্যালি ঠিকই বলেছে,' সায় দিল ওয়াচ।

'কিন্তু তুমি কি এটা দিয়ে খেলবে?' অ্যাডাম জিজ্ঞেস করল স্যালিকে। 'তোমার তো আবার মাথার ঠিক নেই। তোমার কাছে এটা রাখতে দেয়া ঠিক হবে না।'

অপমানবোধ করল স্যালি। 'কসম খাচ্ছি আমি এটা দিয়ে খেলব না। আর আমাকে মাথা খারাপ মেয়ে বলে অপমানই করলে। আমি কিছুটা আবেগী। শব্দচয়নে ভুল কোরো না।'

'এটা বরং আমার কাছে রেখে দিই,' প্রস্তাব দিল ব্রাইস।

'বাহ্, বেশ,' গলায় বিদ্রূপ ফোটাল স্যালি। 'তুমি এটা দিয়ে অতীতে ফিরে গিয়ে তোমার পূর্বপুরুষদের উন্নত করার চেষ্টা করবে হয়তো।'

'আমার পূর্বপুরুষদের উন্নত করার চেষ্টা করার দরকার নেই,' মুখ শক্ত করে বলল ব্রাইস। 'আমার পূর্বপুরুষরা সবাই প্রতিভাবান ছিলেন।'

'শোনো,' বলল স্যালি। 'আমি খেলনাটি গ্যারেজে রেখে দেব। তোমরা জানো, আমাদের গ্যারেজটি প্রকাণ্ড। ওখানে নানান হাবিজাবি জিনিস ঠাসা। কেউ এটা ওখানে খুঁজে পাবে না। কথা দিচ্ছি, খেলনাটি নিয়ে আমি খেলব না।'

'এটাকে কোথাও মাটি চাপা দিয়ে রাখলে হয় না?' প্রশ্ন করল সিন্ডি।

মাথা নাড়ল ওয়াচ। 'না। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের কেউ এটার খোঁজ পেয়ে যেতে পারে। নাহ্, কারও কাছে এটা রেখে দেয়া উচিত।'

'তাহলে ওই কথাই রইল,' বলল স্যালি। 'আমি এটা আমার গ্যারেজে নিয়ে যাচ্ছি।'

স্যালি একবার কোনও কিছু চাইলে ওটা না পাওয়া পর্যন্ত ঘ্যানর ঘ্যানর করতেই থাকে। কাজেই ওর জেদের কাছে অন্যদেরকে পরাস্ত হতেই হলো। সবাই মিলে খেলনাটি নিয়ে গেল স্যালিদের গ্যারেজে। উলের পুরানো কার্পেটটার নিচে লুকিয়ে রাখল। তারপর সবাই স্যালিকে শুভরাত্রি জানিয়ে যে যার বাড়ির পথ ধরল। স্যালি তার বাবা-মার সঙ্গে টিভি দেখতে বসল।

পরে, বাবা-মা ঘুমিয়ে পড়েছেন, স্যালি পা টিপে টিপে ঢুকে পড়ল গ্যারেজে। টাইম টয়কে বের করল কার্পেটের নিচ থেকে। ঘড়ির একটা বাহু স্পর্শ করল সে।

সঙ্গে সঙ্গে ঝলসে উঠল উজ্জ্বল তীব্র আলো।

চার

ঝলসানো আলোর কারণ অ্যাডাম। সে গ্যারেজের বাতি জ্বেলে দিয়েছে। স্যালি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল তার দিকে। বুকের ওপর হাত। ধুকধুক করছে কলজে।

'আমি যা ভয় পেয়েছি।' ফ্যাকাসে গলায় বলল স্যালি।

'তুমি এখানে কী করছ?'

গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকাল অ্যাডাম, স্যালির দিকে এগিয়ে গেল এক পা।

'দেখতে এসেছি তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করছ কিনা,' বলল সে। 'তবে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি এ বিষয়ে অন্তত তোমার ওপর আস্থা রাখতে পারছি না। সত্যি, স্যালি, তুমি আমাকে হতাশ করলে।' সিধে হলো স্যালি। 'কেন? আমি এমন কোনও কথা দিইনি যে আবার অতীতে ফিরে যাব না।'

দৃঢ় গলায় অ্যাডাম বলল, 'বর্তমান সময়কে ব্যাঘাত না ঘটিয়ে তুমি অতীতে যেতে পারছ না। ওয়াচ এবং ব্রাইস একথা আগেই ব্যাখ্যা করেছে তোমাকে। তুমি ব্যাপারটা ভালোই জানো।'

'ওরা বড্ড বেশি নাটুকেপনা করে,' বলল স্যালি। 'একথা ঠিক যে আমরা যদি অতীতে যাই এবং দুর্ঘটনাক্রমে কাউকে খুন করে ফেলি, ব্যাপারটা হবে ভয়ংকর। গোটা একটা পরিবারকে বদলে দিতে পারে এ ঘটনা। তবে আমরা যদি স্রেফ অতীতে ফিরে যাই এবং দূর থেকে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করি তাতে কারও কোনও ক্ষতি হবে না।'

অবাক হলো অ্যাডাম। 'তুমি কী পর্যবেক্ষণ করতে চাইছ?'

বড় বড় হয়ে গেল স্যালির চোখ। 'স্পুকসভিলের শুরুর সময়টা দেখতে চাই। সারাটা জীবন আমি এ শহরের প্রধান রহস্যগুলো সমাধানের চেষ্টা করেছি। জানতে চেয়েছি এ শহর এমন ভূতুড়ে কেন? এর মধ্যে বিশেষত্ব কী আছে? আমার ধারণা এ প্রশ্নের জবাব লুকিয়ে আছে অতীতে, শুরুর দিকে।' অ্যাডামের হাত খামচে ধরল। 'ব্যাপারটি নিয়ে একবার চিন্তা করো, অ্যাডাম। আমি জানি প্রকৃতিগতভাবেই তোমার মধ্যে রয়েছে অজানাকে জানার নেশা। আমরা অতীতে ফিরে জানতে পারব মেডেলিন টেম্পলটন এ শহরে কী কী কাণ্ড করেছে।'

'কিন্তু সে স্পুকসভিলে কী করেছে তা জানব কী করে?' বলল অ্যাডাম। 'তুমি এ শহরে খারাপ কিছু ঘটলেই তার জন্য দায়ী করে বস অ্যান টেম্পলটনকে। এমনও হতে পারে তার প্রপিতামহীর প্রপিতামহীর প্রপ্রিতামহী এ শহরে কোনই ভৌতিক ঘটনা ঘটায় নি।'

'এ হতেই পারে না। মেডেলিন টেম্পলটনের কবর খুঁড়েই সন্ধান মিলেছে সিক্রেট পাথের। সে-ই ডার্বি ট্রিকে অভিশাপ দিয়েছে যে কারণে গাছটির সমস্ত পাতা সবসময় টকটকে লাল রঙের হয়ে থাকে। এ শহরের সবজায়গায় তার প্রভাব-প্রতিপত্তির একটা আঁচ পাওয়া যায়। আমার ধারণা সে-ই এ শহরকে অভিশপ্ত করে তুলেছে।' ভাবনায় ডুবে গেছে স্যালি। 'আমরা যদি অতীতে ফিরে গিয়ে তাকে থামাতে পারি, এ শহরে নিরাপদে বসবাস করা যাবে।'

'তুমি যে কথা বললে এ ব্যাপারে ওয়াচ আগেই সাবধান করে দিয়ে বলেছে এটা সম্ভব নয়।' বলল অ্যাডাম। 'আমরা অবশ্যই এমন কিছু করব না যাতে বদলে যায় অতীত।'

মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করল স্যালি। 'ঠিক আছে। ঠিক আছে। তবে একবার চলো অতীতে ঢুঁ মেরে আসি। কাজটা আমাদের করা উচিত, অ্যাডাম। কারণ এ রকম সুযোগ জীবনে একবারই আসে।' ওর

হাত ধরে নাড়া দিল। 'বলো তুমি আমার সঙ্গে আসবে? আমরা একথা কাউকে বলব না। ওদের জানাবার দরকারও নেই।'

অস্বস্তি লাগল অ্যাডামের। 'কিন্তু আমরা যা করি সবইতো দল বেঁধে করি।'

স্যালি সিরিয়াস গলায় বলল, 'যত কম মানুষ অতীতে যাবে ততই অতীত পরিবর্তিত হবার কম সুযোগ থাকবে। আমি আসলে বলতে চাইছি, আমার ধারণা সিন্ডিকে আমাদের সঙ্গে নেয়াটা ভুল হবে। সে অতীতের কারও প্রেমে পড়ে গিয়ে ওখানে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে।'

'মনে হয় না এমন কিছু ঘটবে।'

'তবে আমার কথায় যুক্তি আছে। দুই ভালো সংখ্যা। চলো, কাজটা করি এবং এখনই।'

ওর হাত ছেড়ে দিল অ্যাডাম, হাঁটু গেড়ে বসল টাইম টয়ের পাশে। 'এটা কীভাবে কাজ করে তাই তো জানিনা,' বলল সে।

ওর পাশে উবু হলো স্যালি। 'আমি এটার ব্যবহার জানি। জানি কীভাবে অতীতে গিয়ে আবার ফিরে আসা যাবে। ওয়াচকে খুব কাছে থেকে লক্ষ্য করেছি আমি। দেখেছি ও কীভাবে ডায়ালগুলো সেট করে। অতীতে যাওয়ার জন্য আমি ডায়াল সেট করেও ফেলেছি। আমরা আবার আগের জায়গায় ফিরে যাব।'

'না', ওকে শুধরে দিল অ্যাডাম। 'আমরা আগের সময়ে ফিরে যেতে পারি তবে একই জায়গায় ফিরব কিনা জানি না। আমরা এখন তোমাদের গ্যারেজে আছি, সিনেমা হলের গলিতে নয়। আমরা যখন অতীতে ফিরে যাব, দুশো বছর আগে তোমাদের বাড়ি যেখানে ছিল, থাকতে হবে সেখানে। একথাটা মনে রাখতে হবে।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।

'কারণ শেষবারে শহরের প্রান্তে গিয়েছিলাম আমরা। তখন শহরে তেমন মানুষজন দেখিনি। কেউ আমাদেরকে লক্ষ করেনি। তবে এ

বাড়িটি সে সময়ে দেখা গেলে দেখতে পেতাম ওখানে বহুলোকের বাস। আমাদেরকে কেউ দেখে ফেলার একটা ঝুঁকি থাকত।'

'তুমি আসলে বিপদটাকে অতিরঞ্জিত করে তুলছ,' বলল স্যালি। 'আমরা প্রতিকূল কোনও পরিস্থিতিতে যদি পড়েও যাই, টাইম টয় ব্যবহার করে সাথে সাথে বর্তমান সময়ে ফিরে আসতে পারব।'

মাথা ঝাঁকাল অ্যাডাম। 'ঠিক আছে।'

উত্তেজনাবোধ করল স্যালি। 'আমার সঙ্গে আসছ তুমি?'

'আমি যদি না যাই তবু তুমি যাবে?'

'অবশ্যই। আমি একজন স্ব-নির্ভর মানুষ।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল অ্যাডাম। 'ঠিক আছে। আমি যাব। তবে বিপদের আভাস পাওয়া মাত্র এখানে ফিরে আসব। ঠিক আছে?'

'রাজি,' খেলনার ঘাড় ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা বেল্ট স্পর্শ করল স্যালি। সাথে সাথে গুঞ্জনধ্বনি উঠল, জ্বলতে লাগল আলো। খেলনার সামনে দাঁড়াল দু'জনে হাতে হাত রেখে।

টাইম টয়ের গুঞ্জন বেড়ে চলল, ঝলসে উঠল চোখ ধাঁধানো আলো। তারপর ওরা উড়ে চলল ব্রহ্মাণ্ডে।

ওদেরকে ঘিরে সৃষ্টি হলো নক্ষত্র, ধ্বংসও হয়ে গেল।

ওদের চারপাশ দিয়ে ছিটকে যাচ্ছে লাখ লাখ পৃথিবী।

অনুভূতিগুলো ভয়ংকর এবং একই সাথে মজার।

ওরা আবিষ্কার করল একটা নোংরা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। টাইম টয় ওদের সামনে। ওরা একা নয়, চারপাশে ঘিরে আছে নারী-পুরুষ। পুরানো ফ্যাশনের পোশাক পরনে তাদের। ভয়ে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে স্যালি ও অ্যাডামের দিকে। প্রায় সাঁঝ হয়ে আসছে। রাস্তায় মশাল জ্বলছে। ওদের দিকে এক বুড়ো এগিয়ে এল জ্বলন্ত মশাল হাতে। তার চেহারায় নির্দয় একটা ভাব ফুটে আছে, ঠোঁটের ওপর সরু গোঁফ। এক চোখ কালো তাপ্পি দিয়ে ঢাকা। সে

ইংরেজি এবং স্প্যানিশের মিশেলে কথা বলল। তবে তার কথা বুঝতে পারল স্যালি ও অ্যাডাম।

'ডাইনি!' হাতের মশাল উঁচিয়ে ধরে চেঁচাল সে। 'আরও ডাইনি। ওদেরকে ধরো। নিক্ষেপ করো কারাগারে। অভিশপ্ত মেডেলিন টেম্পলটনসহ্ কাল সকালে ওদেরকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারব।'

লোকজন ছুটে আসতে লাগল ওদের দিকে।

টাইম টয়কে রিসেট করার সময় নেই এখন।

চিৎকার করে উঠল স্যালি, অ্যাডাম চুপ হয়ে থাকল।

ব্যাপারটা হাস্যকর, ভাবল সে। এক মুহূর্ত আগে ওরা স্যালির বিশ শতকের গ্যারেজে ছিল। আর এখন তারা অতীতের সময়ে বন্দী।

ওদেরকে শীঘ্রি ডাইনি সন্দেহে পুড়িয়ে মারা হবে।

পাঁচ

বিছানায় শুতে যাচ্ছে সিন্ডি, এমন সময় অ্যাডামের বাবা ফোন করলেন ওকে। জিজ্ঞেস করলেন তাঁর ছেলে কোথায় আছে সিন্ডি জানে কীনা।

'ও এখনও বাড়ি ফেরেনি?' প্রশ্ন করল সিন্ডি।

'না,' জবাব দিলেন মি. ফ্রীম্যান। মানুষটা ভালো তবে খানিকটা পাগলাটে গোছের। 'তোমাদের না একসঙ্গে সিনেমা দেখতে যাবার কথা ছিল?'

'দেখেছি তো। ওকে স্যালির বাসা থেকে ফিরতে দেখেছি। ভাবলাম বাসায় যাচ্ছে।'

'তাহলে হয়তো ওয়াচের সঙ্গে আছে। আমি ওকে ফোন করছি।' উদ্বেগ বোধ করল সিন্ডি। 'না, দাঁড়ান, মি. ফ্রীম্যান। আমি ওয়াচের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। আপনার চেয়ে আগে অ্যাডামকে খুঁজে বের করতে পারব আমি।'

মৃদু হাসলেন ভদ্রলোক। 'তা নিশ্চয় পারবে। তোমরা বাচ্চারা বেশ অদ্ভুত। তোমাদের কাছে বন্ধুত্বটাই সব, না?'

'এরকম বন্ধু পেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করছি আমি,' বলল সিন্ডি।

'স্প্রিংভিল শহরটা কেমন লাগছে?'

ওরা প্রায় ফী হপ্তায় যেসব অ্যাডভেঞ্চারের মাঝ দিয়ে যায় সে সম্পর্কে মি. ফ্রীম্যানের কোনই ধারণা নেই। জানলে তিনি তাঁর পরিবার নিয়ে এ শহর থেকে বহু আগেই পিটটান দিতেন। জবাব দেয়ার সময় সিন্ডি স্বাভাবিক রাখল কণ্ঠ।

'জায়গাটা বেশ মজার,' বলল সে। 'কখনোই বিরক্তিকর লাগে না।'

'অ্যাডামও তা-ই বলে। কিন্তু তোমরা সারাদিন কী করো সে ব্যাপারে কখনোই মুখ খুলতে চায় না।'

'আমরা সারাদিন ঘুরে বেড়াই,' নানান গ্রহে এবং অন্য সময়ে মনে মনে বলল সিন্ডি।

'বাহ, বেশ। কৈশোরে তোমাদের মতো আমিও অনেক মজা করেছি। যাকগে, অ্যাডামের কোনও খবর পেলে জানিয়ো।'

'জানাব, মি. ফ্রীম্যান। শীঘ্রি ফোন করব আপনাকে।'

মি. ফ্রীম্যান ফোন রাখার পরপরই ওয়াচকে ফোন করল সিন্ডি। জানাল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না অ্যাডামকে।

'ও বোধহয় স্যালিদের বাসায় গেছে,' বলল ওয়াচ।

'এমন মনে হবার কারণ?' জানতে চাইল সিন্ডি।

'আমি নিজেই স্যালির বাসায় যাওয়ার কথা ভাবছি কিনা।'

'টাইম টয়ের ব্যাপারে স্যালিকে বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'হুঁ,' বলল ওয়াচ।

'ওকে ফোন করি?' বলল সিন্ডি।

'না। ওর বাবা-মা বোধহয় শুয়ে পড়েছেন। ওদেরকে এখন ডিসটার্ব করা ঠিক হবে না। চলো স্যালিদের বাসায় যাই। অ্যাডাম এবং স্যালি কী করছে দেখে আসি। ব্রাইসকে সঙ্গে নেব।'

'তোমার কী মনে হয় ওরা ঠিক আছে?' উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রশ্ন করল সিন্ডি।

'মনে করার চাইতে নিজের চোখে দেখতে চাই ওরা ঠিক আছে কিনা।'

ব্রাইস ঘুমাতে যায়নি। সে হলো পেঁচা স্বভাবের মানুষ। রাতে খুব কমই ঘুমায়। নিশুতি রাতের অভিযানে বন্ধুদের সঙ্গে সোৎসাহে বেরিয়ে পড়ল সে। তবে অ্যাডাম এবং স্যালিকে নিয়ে তাকে খুব একটা উদ্বিগ্ন মনে হলো না।

'অ্যাডাম ওর বাসায় গেলেও,' বলল ব্রাইস, 'আবার ট্রাভেলে বেরিয়ে পড়তে গেলে স্যালিকে সে মানা করবে।'

'কিন্তু স্যালি গোঁ ধরলে কি হয় জানোইতো,' বলল সিন্ডি।

'আসলে টাইম টয়টা ওকে দেয়াই উচিত হয়নি,' বলল ওয়াচ।

স্যালির বাড়িতে ঢুকে ওর শোবার ঘরে উঁকি দিল ওরা। ঘর অন্ধকার। স্যালি নেই। এর পরে ওরা একটা সাইডডোর দিয়ে গ্যারেজে ঢুকল। টাইম টয়টা আগের জায়গায় আছে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সিন্ডি। মেঝের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে খেলনাটি।

'বোঝা গেল ওরা অন্তত অতীতে চলে যায়নি,' বলল সিন্ডি। কিন্তু ওয়াচ নিশ্চিত হতে পারল না। সে যন্ত্রটার দিকে এগিয়ে গেল।

'টাইম টয় এখানে বসে আছে কেন?' জিজ্ঞেস করল সে।

'আমরা তো এটাকে কার্পেটের নিচে রেখে গিয়েছিলাম।

'স্যালি নিশ্চয় এটা আবার খুঁটিয়ে দেখার জন্য বের করেছে,' বলল ব্রাইস।

'কিন্তু স্যালি এবং অ্যাডাম কোথায়?' জিজ্ঞেস করল ওয়াচ।

'ওরা এত রাতে বাইরে কোথাও গেছে বলে মনে হয় না।'

'তুমি আসলে কী বলতে চাইছ?' প্রশ্ন করল সিন্ডি।

'ওরা হয়তো টাইম টয় ব্যবহার করেছে,' বলল ওয়াচ।

'কিন্তু এটাতো আমাদের সামনেই আছে,' বলল ব্রাইস। একটা আঙুল তুলল ওয়াচ। 'আমরা টাইম টয়কে আমাদের সামনে দেখতে পাচ্ছি বটে তবে এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে এ ডিভাইসটির অস্তিত্ব একই সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে থাকতে পারে। যেমন ধরো, আজ সন্ধ্যায় আমরা যখন অতীতে চলে গিয়েছিলাম, আমরা কী করে জানব ডিভাইসটা ওই সময় গলিমুখেই পড়ে ছিল কিনা।'

'এটা একটা ইন্টারেস্টিং থিয়োরী,' বলল ব্রাইস। 'তবে ওইটুকুই। আমার ধারণা অ্যাডাম এবং স্যালি এখানেই কোথাও আছে।'

মাথা নাড়ছে সিন্ডি। 'না। আমার ধারণা ওয়াচ ঠিক কথাই বলেছে।'

'তবে স্যালি যদি আবার অতীতে চলে গিয়ে থাকে তাহলে বিরাট বোকামো করেছে,' মন্তব্য করল ব্রাইস।

'অ্যাডামকে হয়তো সঙ্গে নিয়ে গেছে নিরাপত্তার অভাবে ভুগছিল বলে,' বলল ওয়াচ।

'কিন্তু টাইম টয়টা তো এখনও এখানেই আছে,' বলল ব্রাইস।

'এর মানে

কথা শেষ করতে পারল না ব্রাইস।

চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লাফ মেরে উঠল সিন্ডি এবং ওয়াচ।

'ওহ্, না।' ঢোক গিলল সিন্ডি, খেলনার সামনে থেকে পিছিয়ে এল। 'নিজে নিজেই ওটা চালু হয়ে গেছে।'

হাঁ করে খেলনার দিকে তাকিয়ে আছে ওয়াচ। 'কিন্তু কোনও শব্দ হলো না। আলোর ঝলক দেখলাম না।'

'কিন্তু ব্রাইস চলে গেছে!' চেঁচিয়ে ওঠল সিন্ডি। 'নির্ঘাত অতীতে চলে গেছে।'

ডানে-বামে মাথা নাড়ল ওয়াচ। 'তারচেয়েও খারাপ দশা হতে পারে ওর। ও হয় তো   ও হয়তো   ' তোতলাচ্ছে ও, ভাঁজ পড়ল কপালে। 'আমি কী বলছিলাম?'

'বলছিলে, ও হয়তো   ' শুরু করল সিন্ডি। 'এক সেকেন্ড। তুমি কার সম্পর্কে কথা বলছিলে?'

'জানি না। সেজন্যই তো তোমার কাছে জানতে চাইলাম।'

'তুমি হয়তো অ্যাডামের সম্পর্কে কথা বলছিলে,' বলল সিন্ডি। নিজেকে বিভ্রান্ত লাগছে। কেমন যেন ঘোলাটে ঠেকছে পরিবেশ। কিন্তু কেন ঘোলাটে লাগছে বুঝতে পারছে না। 'ও হয়তো অতীতে চলে গেছে স্যালির সঙ্গে।'

বিভ্রান্ত দেখাল ওয়াচকেও। 'উঁহু, অ্যাডাম নয়। অন্য কাউকে নিয়ে কথা বলছিলাম আমি।'

'অন্যজন কে?'

'জানি না,' সরল গলায় বলল ওয়াচ। 'মনে হচ্ছে একটু আগেও এখানে কেউ একজন ছিল। তার সম্পর্কেই হয়তো কথা বলছিলাম।'

'না,' আপত্তি করল সিন্ডি। 'আমরা দুজনে শুধু এসেছি এখানে। তুমি আর আমি।'

চিন্তায় ডুবে গেছে ওয়াচ। 'কিন্তু আমরা টাইম ট্রাভেল নিয়ে কথা বলছিলাম, অ্যাডাম এবং স্যালি যদি অতীতেই গিয়ে থাকে, ওরা হয়তো এমন কোনও কাণ্ড ঘটিয়েছে যাতে আমাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হতে চলেছে।'

'কিন্তু আমরা তো এখানে আছি। কিছুই তো বদলায়নি।'

'আমিও তাই বলতে চাইছি। আমরা জানিনা সত্যি কিছু বদলেছে কিনা। আমরা তা জানব কীভাবে? আমরা শুধু জানি আরও তিনজন বন্ধুকে নিয়ে এখানে এসেছিলাম স্যালি এবং অ্যাডামের কারণে তারা তিনজনই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।'

'কিন্তু স্যালি এবং অ্যাডাম ছাড়া আমাদের ঘনিষ্ঠ আর কোনও বন্ধু নেই,' বলল সিন্ডি।

'আমরা জানি না। তবে অতীত যদি বদলে যায়, তাহলে আমাদের স্মৃতিও বদলে যাবে,' বলল ওয়াচ। 'আমি অ্যাডাম ছাড়া অন্য কারও কথা যে বলছি তা নিশ্চিতভাবেই জানি। আমার জিভের ডগায় চলে আসছে নামটা।'

'কে?'

'যে মানুষটা অ্যাডাম এবং স্যালির কারণে অদৃশ্য হয়ে গেছে। দ্যাখো, আমাদের হাতে বিকল্প কিছু নেই। আমাদেরকে অতীতে গিয়ে ওরা আমাদের সময়কে নিয়ে যে কাণ্ড করেছে তা শুধরে দিতে হবে।'

'কিন্তু ওরা কী করেছে তাইতো জানি না,' বলল সিন্ডি।

'হ্যাঁ। তবে ওরা জানতে পারে। ওদেরকে খুঁজে পেতে হবে।'

টাইম টয়ের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল ওয়াচ। 'মনে হচ্ছে স্যালি ডায়াল রিসেট করেছে। সময় নির্ধারণ করেছে আমরা আগে যেখানে

গিয়েছিলাম সেখানকার সময়ে। আমরা এটা ঘুরিয়ে দিলেই ওদের কাছে চলে যাব।'

'ঘড়ির সময় খানিকটা এগিয়ে দিই না কেন?' প্রস্তাব দিল সিন্ডি।

'তাহলে ওরা কোনও ভজকট ঘটানোর আগেই দৃশ্যপটে হাজির হয়ে যাব। ওদেরকে উদ্ধার করব।'

'ভালো বলেছ,' ওয়াচ ঘড়ির মুখটা সামান্য ঘুরিয়ে দিল। তারপর খাড়া হলো, সামনে বাড়াল হাত। 'তুমি রেডি? আমি এখন এটা চালু করতে যাচ্ছি।'

সিন্ডি ওর দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল। 'ওয়াচ?'

'কী?'

'তুমি চোখে চশমা পর না?'

'না তো! কখনোই পরিনি। জিজ্ঞেস করছ কেন?'

ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়েই আছে সিন্ডি। 'কিন্তু আমি কসম খেয়ে বলতে পারি তুমি চশমা পরতে।'

'আমার চোখে কোনও সমস্যা নেই। সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।' সিন্ডির দিকে তাকিয়ে চোখ গোলগোল হয়ে গেল ওয়াচের।

'ওহ্, না।' বিড়বিড় করল সে।

'কী হলো?' জিজ্ঞেস করল সিন্ডি।

'তোমার চুল লাল আর লম্বা হয়ে গেছে।'

চুলে হাত বুলাল সিন্ডি। 'আমার চুল সবসময়ই লম্বা এবং লাল ছিল।'

'তুমি শিওর?'

'অবশ্যই। আমার সেরা সম্পদই তো এ চুল।' থেমে গেল ও।

'তুমি নিশ্চয় এমন কোনও ইংগিত করছ না ওরা অতীতে এমন কিছু করেছে যে কারণে আমার চেহারা বদলে গেছে? এ হতেই পারে না।'

'কিন্তু তুমিই তো বললে আমি চশমা পরতাম।'

'না, আমি ভুল বলেছি, মনে করার চেষ্টা করছে সিন্ডি।'

'কথাটা কেন বললাম বুঝতে পারছি না। তুমি কখনোই চশমা পরনি। আর আমার চুল সবসময়ই লাল ছিল। কিছুই বদলায়নি। আমরা ঠিকই আছি।'

চিন্তিত দেখাল ওয়াচকে। 'নিশ্চিত করে কিছুই বলা যাচ্ছেনা। আমাদেরকে অতীতে ফিরে যেতে হবে।' স্যালি এবং অ্যাডামকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে বর্তমানে। যোগ করল ও। অবশ্য ওরা আমাদেরকে চিনতে পারলে হয়।'

ওয়াচ চালু করে দিল টাইম টয়।

ওটা গুঞ্জন তুলল, জ্বলছে আলো।

ওরা শক্ত করে পরস্পরের হাত ধরল।

আলোর তীব্র একটা ঝলকানি দেখা গেল, সেই সাথে বজ্রনিনাদের মত শব্দ।

স্যালির গ্যারেজ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল দুই বন্ধু।

তবে টাইম টয় যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গেল।

ছয়

স্যালি এবং অ্যাডামের অবস্থা খুবই শোচনীয়। দুর্গন্ধযুক্ত পাতাল ঘরে ওদেরকে দেয়ালের সঙ্গে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। ওদের পাশের কারা-প্রকোষ্ঠে পা মুড়ে বসে আছে ডাইনি মেডেলিন টেম্পলটন। তার আপাদমস্তক কালো পোশাকে ঢাকা, ধ্যান করার ভঙ্গিতে বুজে আছে চোখ। তার সঙ্গে অ্যান টেম্পলটনের চেহারার অবিশ্বাস্য মিল। এমনকী বয়সটাও একই রকম। শুধু মেডেলিনের চুলের রঙটা আলাদা। কালো নয়, টকটকে লাল। মেডেলিন অ্যাডাম এবং স্যালির সঙ্গে কথা বলা দূরে থাক, ফিরে তাকায়নি পর্যন্ত।

'এই মহিলার সঙ্গে আমাদেরকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হবে একথা বিশ্বাসই হচ্ছে না আমার', বলল স্যালি। 'ওদের কি চোখ নেই নাকি যে দেখতে পায় না আমরা ওই মহিলার মতো নই?'

'আমরা তো ভোজবাজির মতো উদয় হয়েছি,' মন্তব্য করল অ্যাডাম। 'ফলে ওরা আমাদেরকে সন্দেহ করছে। তাছাড়া আমাদের সঙ্গে টাইম টয়ের মতো একটা অদ্ভুত জিনিসও পেয়েছে ওরা।'

'জিনিসটা দিয়ে ওরা কী করেছে?'

'কী জানি! হয়তো স্পর্শ করতেই ভয় পাচ্ছে।'

শিকল ধরে বৃথাই টান দিল স্যালি। 'কিন্তু আমাদেরকে স্পর্শ করতে তো ওরা ভয় পায়নি। ওই বুড়ো শয়তানটা আমার চুল ধরে টেনেছে পর্যন্ত।'

'নিশ্চয় খুব লেগেছে।'

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্যালি। 'এখনও ব্যথা করছে। তবে এ নিয়ে অভিমান করার কোনও অবকাশ নেই। এ দশার জন্য তো আমরাই দায়ী।'

'আমি কথাটা বলতে চাই নি,' বলল অ্যাডাম।

'দুঃখিত, আমি খুব বেশি বকবক করি, না?'

'তোমার বকবকানির কারণে এর আগেও মস্ত বিপদে পড়েছি আমরা,' বলল অ্যাডাম।

'যাকগে, আমরা তো নিজেদেরকে কাবাব হতে দিতে পারি না। এখন করবটা কী?'

'মেডেলিন টেম্পলটনের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করা যেতে পারে।' প্রস্তাব দিল অ্যাডাম। 'তার ক্ষমতা তো কিংবদন্তীর মতো।'

'এ দেয়ালের বাইরে পাহারা দিচ্ছে রক্ষীরা মহিলার সঙ্গে কথা বললে তারা শুনে ফেলতে পারে।'

'কিন্তু আমাদের করার আছেটাই বা কী?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম। 'এ শিকলগুলো পুরানো হলেও খুবই মজবুত। আমাদের পক্ষে এ শিকল ভাঙা সম্ভব নয়। মেডেলিনের সাহায্য লাগবেই।'

স্যালি পাশের প্রকোষ্ঠে উঁকি দিল। মেডেলিন টেম্পলটন ওদের কথা শুনতে পেলেও চেহারায় তেমন কোনও ভাব ফুটতে দিল না। সে এমন স্থিরভাবে বসে আছে যেন মারা গেছে।

'তার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে না আমাদেরকে কোনও সাহায্য করতে পারবে,' বলল স্যালি।

'অ্যান টেম্পলটনের কথা ভাবো,' বলল অ্যাডাম। 'সে কিন্তু নিজের ক্ষমতা প্রকাশ করতে চাইত না। বিরতি দিল ও, তারপর খুকখুক কেশে পরিষ্কার করে নিল গলা। 'হ্যালো? মেডেলিন? আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছেন?'

দীর্ঘ বিরতি। তারপর চোখ না খুলেই সাড়া দিল মহিলা। তার কণ্ঠ ভারী নরম এবং মিষ্টি। যেন দেবদূত।

'আমি জানি তোমরা কে,' বলল সে। 'জানি ভবিষ্যত থেকে এসেছ তোমরা। এবং জানি কেন এ সময়ে চলে এসেছ। আমাকে ভয় পেয়ো না। আমি তোমাদের কোনও ক্ষতি করব না।'

'আমরা আপনাকে ভয় পাচ্ছি না,' বলল অ্যাডাম। 'আমরা জানি আপনার গ্রেট-গ্রেট-গ্রেট-গ্রেট গ্রান্ড ডটার হলো অ্যান টেম্পলটন। আমরা তার বন্ধু।'

'জানি আমি,' মৃদু গলায় বলল মহিলা, এখনও বুজে আছে চোখ। 'তোমাদের উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই।'

'মাফ করবেন,' বলে উঠল স্যালি। 'কিন্তু কাল সূর্যোদয়ের পরপরই আমাদের সবাইকে কাবাব বানানো হবে। অন্তত আমার জন্য এটা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। কাবাব হওয়া দূরে থাক, আগুনের সামান্য তাপও আমি গায়ে লাগাতে চাই না।'

'আমরা আলোচনা করছিলাম,' সাবধানে শব্দ বাছাই করল অ্যাডাম, 'আপনি যদি আপনার জাদু শক্তি দিয়ে আমাদেরকে এখান থেকে বের করে দেয়ার ব্যবস্থা করতেন।'

'না,' নিরাসক্ত গলা মেডেলিন টেম্পলটনের। 'তা আমি পারব না।'

ঢোক গিলল অ্যাডাম। 'কিন্তু এখান থেকে বেরুতে না পারলে তো আমাদের বারোটা বেজে যাবে।'

একটা হাত তুলল ডাইনি। 'চুপ করো। সব ঠিক থাকবে। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখো।'

'আপনার ওপর,' বিদ্রূপ করল স্যালি।

'শ্‌শ্‌,' সাবধান করে দিল অ্যাডাম। 'ওকে চটিয়োনা। ওকে আমাদের দরকার।'

'কিন্তু বললই তো আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে না,' বলল স্যালি।

'ওরকম সরাসরি কিছু বলেনি। অপেক্ষা করে দেখিই না কী হয়।'

আতঙ্কবোধ করছে স্যালি। সে অল্প যে কটা জিনিস নিয়ে ভীত তার অন্যতম হলো আগুন। আগুন তার সারা শরীর গ্রাস করছে ভাবতেই গায়ের সব ক'টা রোম খাড়া হয়ে গেল। ওর গা থেকে ছাল ছাড়ানো হচ্ছে ভাবতেই বমি এসে গেল। ওয়াক থু!

'আমি অপেক্ষা করতে পারব না,' উদ্বেগ নিয়ে বলল স্যালি। 'আমি জানি কী ঘটবে। অ্যাডাম, জানালা দিয়ে বাইরে তাকাও। আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। প্রায় ভোর হয়ে আসছে। ওরা যে কোনও সময় চলে আসবে।'

'আমাদের বন্ধুরা হয়তো আমাদেরকে রক্ষা করতে আসবে,' ফিসফিস করল অ্যাডাম।

'আমাদের বন্ধুরা জানে না যে আমরা এখানে,' হিসিয়ে উঠল স্যালি।

'কারণ তুমি ওদেরকে জানতে দিতে চাওনি।'

'জানি। তবে এ নিয়ে এখন ঝগড়া করতে হবে না।'

তবু কণ্ঠে আশা ফোটাল অ্যাডাম। 'ওরা যদি বুঝতে পারে আমরা কোথায় গেছি তাহলে হয়তো এখানে চলে আসবে।'

'কিন্তু ততক্ষণে আমরা মরে ভূত হয়ে যাব! একবার মারা গেলে ওরা আর আমাদেরকে জ্যান্ত করতে পারবে না।'

'তবু আমি আশা ছাড়তে রাজি নই। কারণ আমি অপটিমিস্টিক। আশাবাদী,' বলল অ্যাডাম।

'ঘরে নিরাপদে এবং নিশ্চিন্তে থাকলেই কেবল আশাবাদী হওয়া যায়,' হঠাৎ চুপ হয়ে গেল স্যালি। পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। কেউ আসছে এদিকে। ওরা আমাদেরকে ধরে নিয়ে যেতে আসছে! আমরা এবার নির্ঘাত মরব।'

'নিজের ওপর বিশ্বাস রাখো, স্যালি,' বলল অ্যাডাম, ও-ও নিজের ওপর বিশ্বাস রাখতে চাইছে। 'আমাদের কিছুই হবে না।'

জ্বলন্ত মশাল হাতে কতগুলো লোক ঢুকল কারাগারে।

ওদের সঙ্গে চোখে তাপ্পিপরা সেই কুৎসিত লোকটাও আছে। কুতকুতে বাকি চোখটা দিয়ে দেখছে ওদেরকে।

'আজকের দিনটি ভারী সুন্দর,' খুশি খুশি গলায় বলল সে। 'ডাইনিগুলোকে পুড়িয়ে মারার জন্য মোক্ষম দিন।'

'আমরা ডাইনি না,' দৃঢ় গলায় বলল অ্যাডাম।

লোকটা গরাদের মধ্য দিয়ে ঢুকিয়ে দিল মশাল। অ্যাডাম লাফিয়ে সরে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু হাতে-পায়ে শিকল থাকার কারণে পারল না। আগুনের শিখায় ঝলসে গেল চামড়া। ব্যথায় আর্তনাদ ছাড়ল ও।

'একেবারে ডাইনির মত চিৎকার,' খ্যাক খ্যাক হাসল লোকটা।

'আমাদেরকে ছেড়ে দাও!' চেঁচাল স্যালি। 'ও আমার মতই বাচ্চা। আমরা কোনও অন্যায় করিনি।'

সহানুভূতির ভান করল লোকটা। 'ওহ্, তোমরা সত্যি বাচ্চা। গাঁয়ের আর দশটা বাচ্চার মত তোমরাও নিরীহ বাচ্চা।'

'অবশ্যই,' বলল স্যালি। 'আমরা ওদের থেকে আলাদা নই।' কটমট করে ওদের দিকে তাকাল তাপ্পিঅলা। 'যদি তাই হও তাহলে এই জামাকাপড়গুলো পেলে কোত্থেকে। তোমরা এসেছই বা কোত্থেকে? সঙ্গে বদখত চেহারার ওই জিনিসটা কী?'

'এগুলো জেসি পেনির কাপড়,' বলল স্যালি। 'আমার মা কিনে দিয়েছে। আর আমরা এসেছি .... ইয়ে একটা হট এয়ার বেলুন থেকে আমরা পড়ে গেছি।'

'এ সময়ে হট এয়ার বেলুন বলে কিছুর অস্তিত্ব ছিল বলে মনে হয় না,' ফিসফিস করল অ্যাডাম।

কুৎসিত লোকটা তার সঙ্গীদের দিকে ফিরল। 'শয়তানদের কথা শুনলে তো! জেসি পেনি এবং হট বেলুন। এরা আকাশে উড়ে বেড়ায়। আমরা সবাই জানি একমাত্র ডাইনিরাই আকাশে উড়তে পারে। হলি বুক-এ ছবি দেখেছি। এরা সত্যিকারের ডাইনি। পাশের ঘরের

ডাইনিটার মত। আমাদের শহর বিপদ-বালাই থেকে দূরে রাখতে চাইলে এদেরকে পুড়িয়ে মারতেই হবে। ওদেরকে নিয়ে যাও। বাইরের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেলো। আগে ওদেরকে তেলে চোবাব তারপর আগুন ধরিয়ে দেব গায়ে।'

কারা প্রকোষ্ঠের দরজা খুলে ফেলল লোকগুলো। এগোল ওদের দিকে।

ওদের চোখে রাগ, তবে ভয়ও আছে।

'তোমরা বিরাট ভুল করছ,' বলল অ্যাডাম।

কিন্তু ওর কথায় কাজ হলো না।

ওদের তিনজনকে টেনে হিচড়ে বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো। মেডেলিন টেম্পলটনের লম্বা, লাল চুল ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল ওরা।

কিন্তু মেডেলিন ওদেরকে বাধা দিল না।

অ্যাডাম এবং স্যালির সকল আশা নিভে গেল দপ করে। বাইরে অনেক লোক দেখতে পেল ওরা।

তিন ডাইনিকে দেখে সোল্লাসে চেঁচাল তারা।

'পুড়িয়ে মারো ওদেরকে! হত্যা করো। ডাইনি কোথাকার।

তিনটে খুঁটি পোঁতা হয়েছে। জ্বলন্ত মশাল হাতে অপেক্ষা করছিল লোকজন।

সাত

ওয়াচ এবং সিন্ডি অপূর্ব সুন্দর এক স্পুকসভিলে চলে এসেছে। এ শহরের প্রতিটি ভবন কাঁচের তৈরি, প্রতিটি রাস্তা ঘাস এবং ফুলে ছাওয়া। একনজর চোখ বুলিয়েই বুঝতে পারল এটা আগের শহর নয়, হাজির হয়েছে ভিন্ন এক স্পুকসভিলে।

'আমরা কোথায়?' ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল সিন্ডি।

'আসলে প্রশ্নটা হওয়া উচিত আমরা কোন সময়ে হাজির হয়েছি,' ওকে শুধরে দিল ওয়াচ। 'সাগর এবং পাহাড়গুলো দেখ। ল্যান্ডস্কেপ আমাদের শহরের মতই। আমরা এখনও স্পুকসভিলেই আছি। তবে আশেপাশের দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছে ভবিষ্যতে চলে এসেছি।'

'কিন্তু তুমি না বললে টাইম টয়ের সেটিং-এ কোনও রদবদল হয়নি?

'আমি অবশ্যই কোনও রদবদল করিনি,' টাইম টয়ের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল ওয়াচ। ভুরু কুঁচকে পরীক্ষা করল ডায়াল। 'সবকিছু আগের মতই মনে হচ্ছে। কিন্তু গড়বড়টা কোথায় হলো বুঝতে পারছি না।'

সিন্ডি খুশিখুশি চোখে চারপাশে নজর বুলাল। 'জায়গাটা দারুণ লাগছে। চলো না, ঘুরে দেখি।'

'এখনই ঘোরাঘুরি করা ঠিক হবে না,' বলল ওয়াচ। 'আমরা এখন কোথাও যাব না। কন্ট্রোল আবার রিসেট করব। স্যালি আর অ্যাডামের কাছে পৌঁছানো যায় কিনা দেখব। কিন্তু ওরাও তো এখানে চলে আসতে পারে,' বলল সিন্ডি।

'হতে পারে। এখন সবকিছুই সম্ভব মনে হচ্ছে।'

ওরা কথা বলছে এমন সময় রূপোলি, চকচকে পোশাক পরা বেঁটেখাটো একটি ছেলে এগিয়ে এল। তার মাথায় লম্বা চুল, নীল চোখ। মুখখানা বিষণ্ন, গলায় ক্রিস্টালের নেকলেসের মত একটা জিনিস জড়ানো। ওদের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল সে। পরখ করল কিছুক্ষণ তারপর সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল।

'তোমরা তাদেরই একজন যারা পূর্ণ অভিজ্ঞতা পেতে চাইছ,' বলল সে। 'ফ্রিজিড। হিরোদের মত আমারও ড্রেস পরা উচিত ছিল।'

'আমরা সবসময়ই এরকম ড্রেস পরি।' বলল সিন্ডি।

ছেলেটাকে বিস্মিত দেখাল।

'তোমরা কি জাদুঘরের গাইড?' জিজ্ঞেস করল সে। 'ওদের গাইড আছে জানতাম নাতো। ভেবেছি পুরোটাই চালানো হয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে।'

'তুমি কোন জাদুঘরের কথা বলছ?' প্রশ্ন করল ওয়াচ।

'এটা কি শহর নয়?'

'একদিক থেকে বলতে গেলে এটা শহরই,' জবাব দিল ছেলেটি। 'এর নাম স্পুকসভিল সিটি। তবে একশ বছর আগে গোটা শহর জাদুঘরে রূপান্তর ঘটানো হয়। তোমরা এখানে কাজ করলে নিশ্চয় কথাটা জান।'

'আমরা এখানে কাজ করি না,' বলল সিন্ডি। 'এখানে ঘটনাক্রমে চলে এসেছি।'

'কোত্থেকে এসেছ?' জানতে চাইল ছেলেটি।

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল সিন্ডি এবং ওয়াচ।

'স্পুকসভিল থেকে,' বলল ওয়াচ। 'আমরা শেষবার যখন এখানে ছিলাম এটাকে অন্যরকম লাগছিল।'

মাথা ঝাঁকাল ছেলেটি। 'ওরা শহরটাকে আপডেট করেছে। তুমি নতুন ওয়াচ সেন্টার দেখেছ? গতমাসেই ওরা ওটা খুলেছে।'

জোর করে হাসল সিন্ডি। 'ওয়াচ সেন্টার? ওটা আবার কোথায়? এটার এরকম নামকরণের কারণ কী?'

আশ্চর্য হলো ছেলেটি। 'বিখ্যাত ওয়াচের কথা তো তোমাদের শোনা উচিত ছিল। তিনি ছিলেন আসল একজন হিরো। তাঁকে নিয়ে শতশত বই লেখা হয়েছে। তিনি অ্যান্টি-গ্রাভিটির আবিষ্কর্তা। অ্যান্টি-গ্রাভিটি কাজে লাগিয়ে আমাদের আধুনিক সব জেট ক্র্যাফট তৈরি করা হয়েছে। অ্যান্টি-গ্রাভিটি ব্যবহার করেই আমরা বানিয়েছি ট্যাকিঅন পালস ড্রাইভ। ট্যাকিঅন পালস দিয়ে আমরা বিভিন্ন গ্রহে যাই। সবাই ওয়াচের কথা জানে।'

নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এল ওয়াচের। সে বিড়বিড় করে প্রশ্ন করল, 'অন্যান্য আসল হিরোদের নাম কী?'

'আছেন অ্যাডাম ফ্রীম্যান, হিরোদের নেতা। তারপর সিন্ডি ম্যাকে। এরাই সবচেয়ে বিখ্যাত।'

'আর স্যালি উইলকক্স?' উদ্ভাসিত চেহারা নিয়ে জানতে চাইল সিন্ডি।

আঁধার ঘনাল ছেলেটির মুখে। 'স্যালি উইলকক্স সম্পর্কে ইতিহাসে পরিষ্কারভাবে তেমন কিছু জানা যায় না। কেউ বলে তিনি ছিলেন সত্যিকারের হিরো, অন্যদের কাতারে তাকে ফেলা যায়। তবে এদের সংখ্যা নগণ্য। বেশিরভাগ ইতিহাসবিদের মতে, স্যালির কারণে মূল হিরোদের দলটা প্রায়ই নানান বিপদে পড়তেন। কেউ কেউ স্যালিকে শয়তানী আখ্যাও দিয়েছে।'

খিলখিল হেসে ফেলল সিন্ডি। 'ইতিহাসবিদরা ঠিকই বলেছেন। স্যালি ছিল মস্ত ঝামেলাবাজ।'

ছেলেটি হাসল তবে তাকে এখনও বিভ্রান্ত লাগছে। হাত বাড়িয়ে দিল সে।

'আমি টুইক,' বলল সে। 'তোমরা?'

আবার পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল সিন্ডি এবং ওয়াচ। 'আমার নাম সিন্ডি।' অবশেষে বলল সিন্ডি। আর এ হলো ওর নাম ওয়াচ।'

উৎসাহ নিয়ে ওদের সাথে হ্যান্ডসেক করল টুইক। 'তোমরা হিরোদের নামে নিজেদের নাম রেখেছ?'

'তা বলতে পার,' বিড়বিড় করল ওয়াচ।

'একটি ব্যাপার মাথায় ঢুকছে না আমার,' বলল সিন্ডি।

'এদেরকে তোমরা হিরো বলছ কেন? বুঝলাম ওয়াচ কিছু জিনিস আবিষ্কার করেছে। কিন্তু অন্যরা? তারা কী করেছে?'

মাথা নাড়ল টুইক। 'তোমরা দেখছি এ শহরে একেবারেই নতুন, হিরোদেরকে হিরো বলা হয় কারণ তাঁরা বহুবার পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। তারা স্পুকসভিলকে শয়তানের শক্তির কবল থেকে বাঁচিয়েছেন। আর একাই ঝুঁকি নিয়েছেন তাঁরা। পৃথিবীর কারও ধারণাতেই ছিল না কীসের বিরুদ্ধে তাঁরা লড়াই করছেন। এখানকার সবাই এ কথা জানে।'

'স্পুকসভিলে শয়তানের শক্তি কি এখনও আছে?' জিজ্ঞেস করল ওয়াচ।

গলা নামাল টুইক। 'লোকে বলে হিরোরা শয়তানদেরকে শহর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমার এ ব্যাপারে সন্দেহ আছে। আমার মনে হয় স্পুকসভিল পুরোপুরি শয়তানমুক্ত হতে পারেনি। সেদিনই তো কুখ্যাত শয়তান বাড়িতে একটা পিশাচকে দেখলাম। তোমরা কী বলো?'

'হতেই পারে,' বিড়বিড় করল সিন্ডি।

টুইক ওদেরকে স্থির দৃষ্টিতে দেখছে, 'জানো, তোমাদের চেহারা খুব চেনা চেনা লাগছে। মনে হচ্ছে আগে কোথাও দেখেছি।'

'তোমাদের ইতিহাসের নথিপত্রে,' বলল ওয়াচ।

'ঠিক বলেছ।' লাফিয়ে উঠল টুইক। 'তোমাদের চেহারা অবিকল হিরোদের কিশোর বয়সের মত! তোমরা ছদ্মবেশে আসনি তো?' ওয়াচ চারপাশে চোখ বুলাল কেউ ওদেরকে লক্ষ করছে কিনা দেখতে।

'টুইক,' বলল সে। 'তোমাকে দারুণ একটা খবর দিই শোনো। শুনে প্রথমে হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবে না তবে পরে বিশ্বাস হবে আমার কথা। তুমি হিরোদের স্মৃতিকথা পড়েছ?'

'পড়েছি মানে? রীতিমত গিলেছি। আমার খুব প্রিয় জিনিস হিরোদের আত্মজীবনী।' তাঁরা কত দারুণ দারুণ অ্যাডভেঞ্চার করেছেন। প্রতিটি বাচ্চা হিরোদের গল্প জানে। 'এজন্যই তো হিরোদের জন্মদিনের দিন এখানে এলাম।'

'আজ তোমার জন্মদিন নাকি, টুইক?' জিজ্ঞেস করল সিন্ডি।

'হুঁ, বারো বছর আগে আমাকে উৎপাদন করা হয়।'

ভুরু কুঁচকে গেল সিন্ডির। 'তোমাকে উৎপাদন করা হয়?'

'হ্যাঁ, তোমাদেরকে কবে উৎপাদন করা হয়েছে?'

'অনেক আগে,' জবাব দিল ওয়াচ। 'বয়সের তুলনায় আমাদেরকে অনেক তরুণ দেখায়।'

'তুমি কি জিন স্লাইসের কথা বলছ? শুনেছি ওদের কাজ নাকি অসাধারণ।'

'ঠিক তা নয়,' বলে চলল ওয়াচ। 'তুমি হিরোদের সম্পর্কে তো জানোই তারা অন্য আরেক টাইম জোনে তাদের অ্যাডভেঞ্চারগুলো করেছে। ধরো আরেক শতকে।' বিরতি দিল সে।

'এসব কি তোমার বইতে পড়েছ?'

'অবশ্যই। হিরোরা পৃথিবী রক্ষার জন্য মাঝেমাঝেই অন্য ডাইমেনশনে চলে আসতেন।'

'ঠিক বলেছ,' বলল ওয়াচ। 'ওরা সব জায়গায় আছে। আমরা ঠিক ওদের মত। ওদের থেকে একদমই আলাদা নই।'

ওদের কথা হজম করতে কষ্ট হচ্ছে টুইকের। 'তোমরা হিরোদের মত হও কী করে? তারা ছিলেন স্পেশাল। গত শতকে তাঁদের মত কেউ ছিল না।'

'ওয়াচ তো সে কথাই তোমাকে বোঝাতে চাইছে,' বলল সিন্ডি।

'আমরা গত শতক থেকে এসেছি। আমরাই তোমাদের বিখ্যাত হিরো। আমি সিন্ডি ম্যাকে। আর এ বিখ্যাত ওয়াচ।'

হাঁ করে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকল টুইক। তারপর ফেটে পড়ল হাসিতে।

'বুঝতে পেরেছি,' বলল সে। 'আমার বাবা আসলে তোমাদেরকে

এখানে পাঠিয়েছে। সে আমার জন্মদিনে আমাকে সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছে। ফ্রিজিড। তোমরা সত্যি আমাকে বিশ্বাস করিয়ে দিচ্ছিলে তোমরাই হিরো।'

'আমরা ঠাট্টা করছি না,' বলল ওয়াচ। 'তুমি সত্যি দু'জন আসল হিরোর সঙ্গে কথা বলছ। দুর্ঘটনাক্রমে আমরা এখানে চলে এসেছি। আমরা আমাদের বন্ধু স্যালি এবং অ্যাডামকে খুঁজছি।'

চুপ হয়ে গেল টুইক হঠাৎ, যেন চড় খেয়েছে। 'এটা সত্যি হতে পারে না। তোমরা অভিনয় করছ।'

'না,' বলল সিন্ডি। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা টাইমটয়ের দিকে আঙুল তুলে দেখাল। 'যা বলছি আমরা তাই। এই যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন কালে চলে যাচ্ছি। আমাদের স্মৃতিকথায় নিশ্চয় এ যন্ত্রের কথা পড়েছ। এ হলো অরিজিনাল টাইম টয়।'

মাথা নাড়ল টুইক। 'এরকম একটা যন্ত্রের কথা পড়েছি বটে। তবে আসল সিন্ডি ম্যাকে এর নাম দিয়েছে টাইম টেরর।'

'আমিই আসল সিন্ডি ম্যাকে।' বলল সিন্ডি। 'তবে বুঝতে পারছি এর নাম কেন টাইম টেরর রেখেছি। এটার কারণে ভয়ানক একটা সময় পার করছি আমরা।'

মাথা নাড়ল টুইক। 'না। এ সত্যি হতে পারে না। খুবই অবিশ্বাস্য গল্প শোনাচ্ছ তোমরা। আমার জন্মদিনে এরকম গল্প শুনতে চাই না। না!'

'দেখতেই পাচ্ছ হিরোদের সঙ্গে আমাদের চেহারার মিল রয়েছে।' বলল ওয়াচ। 'দেখতে পাচ্ছ ওরা যে ডিভাইসের কথা লিখে রেখে গেছে সেটা তোমার সামনেই আছে। এবং তুমি জান যন্ত্রটা কীসের জন্য– এক সময় থেকে অন্য সময়ে ঘুরে বেড়ানোর জন্য। জানি না আর কীভাবে নিজেদেরকে প্রমাণ করব। তোমাকে আমাদের কথা অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে, টুইক। কারণ তোমার সাহায্য আমাদের দরকার।'

বিস্ময়ে বিমূঢ় টুইক। 'কিন্তু তোমরা হিরো হলে আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব কীভাবে? তোমরা তো সবাই অত্যন্ত শক্তিশালী এবং প্রতিভাবান।'

'ইতিহাস আমাদের কথা এভাবে মনে রেখেছে জেনে ভালো লেগেছে,' বলল সিন্ডি। 'তবে সত্য হলো এই যে আমরা যখন শয়তানের শক্তির সঙ্গে লড়াই করি তখন সাধারণ বাচ্চাদের মতই ভীত হয়ে উঠি।'

'আমরা জানি না কেন এ সময়ে অর্থাৎ ভবিষ্যতে এসে হাজির হয়ে গেলাম,' বলল ওয়াচ। 'আমরা অতীতে ফিরে যেতে চাইছিলাম যেখানে আমাদের বন্ধুরা আছে। কিন্তু চলে এসেছি এখানে।'

'অবশ্য আমার বন্ধুরাও এখানে থাকতে পারে,' বলল সিন্ডি।

'আমরা ছাড়া আমাদের মত আর কাউকে চোখে পড়েছে তোমার?'

'না,' বলল টুইক। ওদের কথা হজম করার চেষ্টা করছে। 'তোমাদের মত অদ্ভুত মানুষ আর কাউকে চোখে পড়েনি।'

'আমরা অদ্ভুত নই, আমরা তোমাদের হিরো,' দৃঢ় গলায় বলল ওয়াচ। 'তবে তোমার সঙ্গে তর্ক করার সময় নেই। তোমাদের ঐতিহাসিক নথিপত্রে লেখা নেই কীভাবে টাইম টেরর কাজ করে? ব্যাখ্যা নেই যে কেন তোমাদের হিরোদের একবার অতীতে পাঠিয়ে আবার ভবিষ্যতে নিয়ে আসে?'

'অবশ্যই,' বলল টুইক। 'সবাই টাইম টেররের কথা জানে। তোমরা যদি ওটা ব্যবহার করতে যাও, ঘাড়ের ডানদিকের বেল্টে স্পর্শ করলে ওটা তোমাদেরকে অতীতে নিয়ে যাবে। তবে বাম বেল্টে স্পর্শ করলে চলে যাবে ভবিষ্যতে। এটা তো সাধারণ জ্ঞানের ব্যাপার। তোমরা চাইলে দেখিয়ে দিতে পারি কীভাবে কাজ করে টাইম টেরর।'

'কাজটা আমরাই করতে পারব,' বলল সিন্ডি।

'ঠিক কথা,' সায় দিল ওয়াচ। 'তোমাকে ধন্যবাদ, টুইক। এখন বুঝতে পারছি কী ভুলটা করেছি। ভুলটা শোধরানো দরকার।'

'এক মিনিট,' বলল টুইক। 'তোমরা কি সিরিয়াস? তোমরা দু'জনে কি সত্যিকারের হিরো?'

'তাতে আমাদের কোনও সন্দেহ নেই,' জবাব দিল সিন্ডি।

ওয়াচ টাইম টেররের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে পড়েছে ওটাকে রি-অ্যাডজাস্ট করার জন্য।

'তোমরা কি এখনই ভিন্ন আরেকটি সময়ে চলে যাবে?' জানতে চাইল টুইক।

'এক মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে,' যন্ত্রের মাথার ডায়াল রি-অ্যাডজাস্ট করতে করতে বিড়বিড় করল ওয়াচ। সেই সঙ্গে পেটের সঙ্গে আটকানো ঘড়িও। উত্তেজনায় মুঠি পাকাল টুইক।

'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না!' আকাশের দিকে মুখ তুলে চেঁচাল সে। 'ওহ্, প্লীজ, তোমাদের সঙ্গে আমাকেও নিয়ে চলো।'

মাথা নাড়ল সিন্ডি। 'দুঃখিত, টুইক। আমরা সময় নিয়ে আর ছেড়াবেড়া কোনও কাণ্ড ঘটাতে চাই না।'

'হুঁ,' বলল ওয়াচ। 'ইতোমধ্যে অনেক ছেড়াবেড়া কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছি। আমরা নিজেদের পরিচয় সম্পর্কেই সন্দিহান। সম্ভবত চিরতরের জন্য আমরা আমাদের একজন বন্ধু হারিয়েছি।'

'কে?' জানতে চাইল টুইক।

'সমস্যাটা তো ওখানেই,' বলল সিন্ডি। 'ওর কথা কিছুতেই মনে করতে পারছি না। সে আমাদের অতীতের আর কোনও অংশ নয়।'

টুইক বিস্ময়াভিভূত চোখে তাকিয়ে আছে। 'ফ্রিজিড। দারুণ।'

আমাকে তোমাদের সঙ্গে নিতেই হবে। তোমরা যা বলবে সব কথা শুনব আমি। তোমরা অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত তোমাদের কথা কাউকে বলবও না। প্লীজ, আজ আমার জন্মদিন। হিরোদের সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চারে যেতে পারলে গোটা পৃথিবীতে আমার চেয়ে সুখী কেউ হবে না।

সিন্ডি তাকাল ওয়াচের দিকে। 'তুমি কী বলো?'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ওয়াচ। 'শুধু শুধু ঝুঁকি বাড়ানো।'

'তবে টুইক আমাদের কাজেও আসতে পারে,' বলল সিন্ডি।

'তা পারে বটে,' সায় দিল ওয়াচ।

শূন্যে হাত তুলল টুইক। 'আমি অরিজিনাল হিরোদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে কসম খেয়ে বলছি তোমাদেরকে আমি কোনও বিপদে ফেলব না।'

ওর হাত নামিয়ে দিল সিন্ডি। 'প্লীজ, আমাদের নামে কসম খেয়ো না। অস্বস্তি লাগে।'

খাড়া হলো ওয়াচ। 'আমাদের সঙ্গে যেতে চাও তো পাশে এসে দাঁড়াও, টুইক। এ জিনিস সেকেন্ডের মধ্যে গুঞ্জন তুলবে, সেই সঙ্গে জ্বলতে থাকবে আলো।'

উল্লাসে ফেটে পড়ল টুইক। 'এরকম মজার জন্মদিন আর হয় না।'

'প্রার্থনা করো যাতে আগামী জন্মদিনটা দেখতে পারো,' বিড়বিড় করল ওয়াচ।

জ্বলে উঠল অত্যুজ্জ্বল আলো।

চারপাশে দেখা গেল তারা আর তারা।

ওরা আবার স্পুকসভিলের জন্য ত্যাগ করল স্পুকসভিল।

আট

অ্যাডাম এবং স্যালির শোচনীয় দশা আরও খারাপের দিকে মোড় নিয়েছে। সাগর-সৈকতে কাঠের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে ওদেরকে। পায়ের নিচে তেল বোঝাই ড্রাম। বামে ধ্যানস্থ্ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেডেলিন টেম্পলটন। চোখ বোজা।

ওদের সামনে উল্লাস করছে জনতা। এমনকী বাচ্চারাও আছে। তাদের ফুলের মতো টসটসে মুখে শয়তানী হাসি। অ্যাডামরা যে সময়ে এসে হাজির হয়েছে ওই সময়টা প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড জনতার বিনোদনের অন্যতম উপকরণ ছিল। সবার হাতে তেলের পাত্র দেয়া হয়েছে ওদের গায়ে ছিটানোর জন্য। একটু পরেই লোকগুলো জ্বলন্ত মশাল হাতে এগিয়ে আসবে। ওদের গায়ে ধরিয়ে দেবে আগুন।

'আমার ভয় লাগছে,' স্যালি ফিসফিস করে বলল অ্যাডামকে।

'আমি এভাবে মরতে চাই না।'

'আর আমার কোনওভাবেই মরার শখ নেই,' বলল অ্যাডাম। 'কারণ আমার বয়স মাত্র বারো।'

মেডেলিন টেম্পলটনের দিকে তাকাল স্যালি।

'মহিলা অন্তত নিজেকে বাঁচানোর জন্যও তো কিছু করতে পারে।' বেশ জোরেই কথাটা বলল ও।

'বুঝতে পারছি না কীসের অপেক্ষায় আছেন উনি,' বলল অ্যাডাম। স্যালির দিকে মুখ ঘোরাল। 'স্যালি, তোমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিনটির কথা মনে আছে? যেদিন আমি প্রথম এ শহরে এলাম?'

'অবশ্যই মনে আছে?' জবাব দিল স্যালি। 'কিন্তু এখন স্মৃতিচারণের সময় নয়, অ্যাডাম।'

'তুমি এ সময় এবং এ দিনটি সম্পর্কে কিছু কথা বলেছিলে, ওয়াচও সেখানে ছিল। সিক্রেট পাথ কীভাবে কাজ করে সে রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করছিলাম আমরা। মেডেলিন টেম্পলটনের জীবনে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর ঘটনাস্থলে ঢুঁ দিতে চাইছিলাম। এই জায়গা এই দিন ছিল সেসবগুলোর একটি। আমার মনে আছে ওয়াচ বলেছিল, 'রিজারভয়ারের পরে আমরা সৈকতে যাব। ওখানে শহরের বাসিন্দারা মেডেলিন টেম্পলটনকে ডাইনি সন্দেহে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে।'

আগ্রহ দেখাল স্যালি। 'মনে পড়েছে।'

'আমি তখন জিজ্ঞেস করেছিলাম, "পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছিল মানে কী?"

প্রবলবেগে মাথা ঝাঁকাল স্যালি। 'আর আমি বলেছিলাম, "মেডেলিনের গায়ে আগুন ধরানোর জন্য যে লাকড়ি আনা হয়েছিল তাতে আগুন ধরেনি। লাকড়ির স্তুপ থেকে বেরিয়ে আসে সাপ এবং যে বিচারক মেডেলিনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল সে সাপের ছোবলে মারা যায়।' বিরতি দিল ও, দ্রুত কথা বলতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছে। জনতার চিৎকার চেঁচামেচি কানে খুব বাজছে, তেলের গন্ধে বমি আসার জোগাড়। 'তবে অ্যাডাম, আজ এরকম ঘটনা নাও ঘটতে পারে। ওটা ছিল প্রথমবারের ঘটনা। এরা দ্বিতীয়বারের মত মেডেলিন টেম্পলটনকে পুড়িয়ে মারতে চাইছে হয়তো।'

'দ্বিতীয়বার কি তারা সফল হয়েছিল?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'হয়তোবা। তবে ঠিক জানি না।'

'জানা উচিত ছিল,' বলল অ্যাডাম।

হাঁপাতে লাগল স্যালি। ওদের পায়ের নিচের স্তূপ করা কাঠে তেল ঢালা হয়েছে। লোকগুলো মশাল হাতে কদম বাড়াল।

'এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না কিছুই,' গুঙিয়ে উঠল স্যালি।

'ওহ্, নো। সত্যি এটা ঘটছে। অথচ ভেবেছিলাম আমরা বিশেষ কেউ। আমরা কখনও মরব না। কিন্তু ওরা তো মৃত্যুর আগে আমাদের পাপ স্বীকারের সুযোগ দেবে। শহরের যাজক কই? ওদের অন্তত একটা গির্জা থাকা দরকার। আমি আমার সমস্ত পাপ স্বীকার করতে চাই। আমাদেরকে ওরা ছেড়ে দিলে ওরা যা করতে বলবে তা-ই করব। অ্যাডাম। ওদেরকে থামাও।'

'আমরা ডাইনি না!' চেঁচাল অ্যাডাম। 'আমরা দুর্ঘটনাক্রমে এখানে চলে এসেছি।'

চোখে কালো পট্টি বাঁধা বুড়ো হায়েনার মত খ্যাঁকখ্যাঁক করে হেসে উঠল।

'ওরা এখন কত কথাই না বলবে।' চেঁচাল বুড়ো। 'ওরা সবাই ডাইনি! কাঠে আগুন ধরিয়ে দাও। ওদেরকে পুড়িয়ে মারো।'

'পুড়িয়ে মারো!' সোল্লাসে চেঁচাল জনতা।

কাঠের স্তূপ স্পর্শ করল মশাল।

সাথে সাথে ধরে গেল আগুন। লাকড়ির স্তূপ ছাপিয়ে জিভ বের করল অগ্নিশিখা। প্রচণ্ড তাপ এবং ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে এল অ্যাডাম ও স্যালির। যন্ত্রণায় চেঁচাল স্যালি। 'অ্যাডাম! আমার চামড়া পুড়ে যাচ্ছে!'

'নিজের ওপর আস্থা রাখো!' চেঁচিয়ে বলল অ্যাডাম। কিন্তু ওর নিজেরই সমস্ত আশা ভরসা ফুরিয়ে গেছে। এরকম ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের দিন জীবনে আসেনি। কল্পনাও করেনি ওর কিশোর জীবনের এমন করুণ পরিসমাপ্তি ঘটবে। তবুও অলৌকিক কিছু ঘটার জন্য প্রার্থনা করল।

এবং সত্যি একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল।

ঘটনাটা কীভাবে ঘটল একমাত্র সময়ই তা বলতে পারবে।

হঠাৎ গর্জে উঠল জনতা। তবে আগুন দেখে নয়, তারা শুনতে পেয়েছে এক নারীর ভীত আর্তনাদ। সে রাস্তা দিয়ে ছুটতে ছুটতে

এল। চিৎকার করে বলল, 'স্প্রিংভিলে আরও ডাইনি এসেছে! রাস্তায়। আমি নিজের চোখে দেখেছি ওদেরকে। একটা মেয়ে ডাইনি আর দুটো ছেলে ডাইনি! একজনের পরনে রূপার আলখেল্লা। সঙ্গে সেই খুদে দানবটাকেও নিয়ে এসেছে। জলদি চলো!'

মহিলা যেদিকে ছুট দিল, জনতা তার পেছন পেছন দৌড়াল। মুহূর্তের মধ্যে আর কারও টিকিটিও দেখা গেল না। শুধু চিৎকার চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে। অ্যাডাম এবং স্যালির সামনে চোখে কালো পট্টিঅলা বুড়ো ছাড়া কেউ নেই। আর দুজন রক্ষী। অবশ্য মেডেলিন টেম্পলটনও যে রয়েছে তা বলাবাহুল্য।

অবশেষে চোখ মেলে চাইল ডাইনি।

আগুনের শিখা আরও উঁচু হয়ে উঠেছে, বেড়েছে ধোঁয়া।

তবে ডাইনির চেহারায় ভয়ের ছাপ নেই। সে বুড়োর দিকে তাকিয়ে হাসল।

এ লোকটাই নিশ্চয় বিচারক।

এ-ই মেডেলিনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে।

জনতা তাকে ফেলে রেখে গেছে লক্ষ করে ভয়ে কাঁপতে লাগল বুড়ো। দুই রক্ষী নিজেদের অজান্তেই পিছিয়ে গেল কয়েক কদম। মেডেলিন টেম্পলটন মুখে মুচকি হাসিটি ধরেই আছে।

'তুমি ভেবেছ অবশেষে আমাকে পেয়ে গেছ,' স্বভাবসুলভ মৃদু গলায় বলল সে। 'তুমি জানোনা এ পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাবান মানুষটি আমি। বহু দূরেও আমার মিত্ররা আছে যারা আমাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে এবং তুমি জানোনা আমার কাঠের জুতোর মধ্যে ছোট একটি ছোরা লুকিয়ে রেখেছি।'

ডাইনি তার হাত তুলল ওপরে।

কেটে ফেলেছে হাতের বাঁধন।

বুড়ো বিচারপতি পিছিয়ে গেল। কোমর থেকে ছোরা বের করে হিসহিস করে উঠল, 'তুমি কিছুতেই শাস্তির হাত থেকে রক্ষা পাবে না।'

হেসে উঠল ডাইনি। 'তুমিই বরং আমার হাত থেকে রক্ষা পাবে না।'

চিতা থেকে নেমে এল মেডেলিন টেম্পলটন।

'মাফ করবেন, মিস টেম্পলটন', হাঁক ছাড়ল অ্যাডাম। 'আপনাকে আমি এ সময়ে বিরক্ত করতে চাইনি। কিন্তু আমার বান্ধবীর ছোট্ট একটি সমস্যা হয়েছে। আগুন লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে। আমাদের বোধহয় পুড়েই মরতে হবে। আপনি কি অনুগ্রহ করে ছুরি দিয়ে আমাদের রশির বাঁধন কেটে দেবেন? আমরা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।'

জোরে মাথা ঝাঁকাল স্যালি। তার মুখ দিয়ে টপটপ করে ঘাম ঝরছে।

'আমিও মহাকৃতজ্ঞ থাকব,' বলল সে। 'সত্যি বলছি।'

মেডেলিন টেম্পলটনকে খুশি মনে হলো। সে অ্যাডামকে বলল, 'তোমার মনে অনেক জোর। আমি বুঝতে পারছি আমার উত্তরসুরীরা কেন তোমাকে নিয়ে এত ভালো ভালো কথা বলে। আমি তোমাকে এবং তোমার বন্ধুকে মুক্ত করে দেব। তবে তোমাদের বিপদের কিন্তু এখানেই শেষ নয়। দেখতেই পাচ্ছ আজকের দিনটা কুফা।'

'আমরা আগুনের গ্রাস থেকে মুক্তি পেলেই বাঁচি,' বলল অ্যাডাম। 'এরপরে যা-ই ঘটুক আশা করি সামাল দিতে পারব।'

মেডেলিন টেম্পলটন বেড়ালের মত লাফ মেরে স্যালির চিতায় উঠে পড়ল। দ্রুত কেটে ফেলল স্যালির হাতের বাঁধন। তারপর মুক্ত করল অ্যাডামকে। অ্যাডাম স্যালিকে দ্রুত নামিয়ে আনল জ্বলন্ত চিতা থেকে। তার তো প্রায় অজ্ঞান হবার জোগাড়।

ওদের মুক্ত হতে দেখে বোবা বনে গেল বিচারক।

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ছোরা নিয়ে ছুটে গেল স্যালির দিকে। কোপ মারল ওকে লক্ষ্য করে। তবে কোপটা লাগল না স্যালির গায়ে। তার আগেই তার সামনে বিদ্যুৎগতিতে হাজির হয়ে গেছে মেডেলিন টেম্পলটন। সে চট করে বুড়োর হাত ধরে ফেলল। ধাক্কা মারল।

বুড়ো পড়ে গেল মাটিতে। ছোরাটা ঢুকে গেল তার বুকে। রক্তের নহর বইল চারদিকে।

সামনাসামনি এভাবে কারও কখনও মৃত্যু দেখেনি অ্যাডাম এবং স্যালি।

ওরা রীতিমত অসুস্থবোধ করতে লাগল।

দুই রক্ষী ঘুরেই দিল দৌড়।

ডাইনি স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মাটিতে পড়ে থাকা লাশের দিকে।

'বিচারক জেফ পুল তার ন্যায্য বিচারই পেয়েছে,' বলল সে। তবে কণ্ঠে কোনও আনন্দ নেই। ওদের দিকে তাকাল সে।

'তোমরা এ কথার মানে কী জানো?'

'পুল?' বিড়বিড় করল অ্যাডাম। 'এতো আমাদের বন্ধু ব্রাইসের পদবী।'

'একি তার প্রপিতামহের প্রপিতামহের প্রপিতামহ?' জিজ্ঞেস করল স্যালি। তার চোখে জল। গম্ভীর মুখে মাথা দোলাল ডাইনি।

'এ সে-ই,' বলল সে।

'তার মানে ভবিষ্যতে বাইরের কোনও অস্তিত্বই থাকল না,' বলল অ্যাডাম।

'ওর গোটা বংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে,' বলল মেডেলিন। শিউরে উঠল অ্যাডাম। 'এতো খুবই ভয়ংকর কথা।'

'ও তোমাদের বন্ধু ছিল,' নরম গলায় বলল ডাইনি, পাহাড়ের ওপর নিজের প্রাসাদে মেলে দিল দৃষ্টি। 'ও আর নেই। তবে এ ব্যাপারে তোমাদেরকে কোনও সাহায্য আমি করতে পারব না। এটা তোমাদের দায়-দায়িত্ব। আমি এখন প্রাসাদে ফিরব। আমার যুদ্ধ মাত্র শুরু হলো।' চলে গেল সে।

'এখন আমরা কী করব?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।

'টাইম টয়কে খুঁজে বের করতে হবে,' জবাব দিল অ্যাডাম।

'ওটা নিশ্চয় সিন্ডি এবং ওয়াচের কাছে আছে। ওরা হয়তো এখানেই নিয়ে এসেছে ওটা।

'না। ওরা নিজেদের টাইম টয় নিয়ে এখানে এসেছে। নইলে এখানে আসতে পারত না। কারণ আমাদের যন্ত্রটা আমরা নিয়ে এসেছি। ওটা সম্ভবত কারাগারেই রয়ে গেছে'।

'জনতা তো সিন্ডি আর ওয়াচকে ধরতে গেল,' বলল স্যালি। 'ওদেরকে আগে বাঁচানো উচিত নয়?'

'না। ক্রুদ্ধ জনতার কবল থেকে ওদেরকে আমরা রক্ষা করতে পারব না,' বলল অ্যাডাম। 'আমাদের অস্ত্র দরকার। আমাদেরকে ভবিষ্যতে ফিরতে হবে।'

'কিন্তু তুমি কী করবে?' জানতে চাইল স্যালি।

ভবনের ওপাশ থেকে ভেসে আসছে হৈ-হুল্লা। মনে হচ্ছে ক্রুদ্ধ জনতা অবশেষে বাগে পেয়েছে শিকার। উল্লাস করছে তারা। অ্যাডাম ওদিকে তাকিয়ে গম্ভীর মুখে বলল, 'সময় হলেই দেখতে পাবে।'

নয়

অ্যাডাম এবং স্যালি ওদের টাইম টয়টা যেখানে দেখবে বলে আশা করেছিল সেখানটাতেই পেয়ে গেল। কারাগার সংলগ্ন একটা কক্ষে। গার্ডরা সবাই হয় জ্বলন্ত খুঁটির কাছে গেছে অথবা গোটা শহরে ডাইনিদের খুঁজতে লেগেছে। অ্যাডাম দ্রুত ডায়াল রিসেট করে যন্ত্র চালিয়ে দিল। টাইম টয় গুঞ্জন ধ্বনি তুলল, জ্বলে উঠল আলো। স্যালি অ্যাডামের হাত চেপে ধরল।

ওরা উড়ে চলল কসমস ধরে।

যেন এ ওড়ার শেষ নেই।

তবে ওড়া শেষ হলে দুজনে চারপাশে তাকিয়ে যারপরনাই অবাক হলো। পাহাড় এবং সমুদ্র আগের মতই দেখা যাচ্ছে তবে শহরের চিহ্নমাত্র নেই। আঁতকে উঠল স্যালি।

'আমরা অতীতে কি এমন কোনও কাণ্ড করেছি যার দরুণ আমাদের গোটা ভবিষ্যৎ মুছে গেছে?' জিজ্ঞেস করল সে। বিস্ময়ে বিমূঢ় অ্যাডাম। 'এসবের আগামাথা তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আগামাথা অবশ্যই আছে। আমি ব্রাইসকে সবসময় মশকরা করতাম। ও বলত পৃথিবীকে রক্ষা করছে। তবে আমার এখন মনে হচ্ছে ও সত্যি একাধিকবার রক্ষা করেছে দুনিয়া। ওর বংশ পরিচয় যদি আমরা মুছে দিয়ে থাকি, হয়তো গোটা মানব সম্প্রদায়কেও আমরা নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছি।'

মাথা নাড়ল অ্যাডাম। 'ইতিহাসের জন্য ব্রাইস ততটা গুরুত্বপূর্ণ এমনটি ভাবতে আমি রাজি নই। আমি টাইম টয়কে চালাতে গিয়ে নিশ্চয় কোনও ভজকট করে ফেলেছি।'

'কিন্তু ওয়াচ কীভাবে ওটা চালিয়েছে তুমি লক্ষ করনি?'

'তেমন লক্ষ করিনি,' যন্ত্রের পাশে ঝুঁকে বসল অ্যাডাম।

'এটাতে বোধহয় আরও কিছু অ্যাডজাস্টমেন্ট দরকার। আমার পাশেই থাকো। কোথাও যেয়ো না। আমি হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে গেলে এখানে আটকা পড়ে যাবে তুমি। এখান থেকে আর কোথাও যেতে পারবে না।'

'ভয় পেয়ো না। হাঁটাহাঁটির মুড এ মুহূর্তে আমার নেই,' অ্যাডামের কাঁধে হাত রাখল স্যালি। 'আগুনের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য ধন্যবাদ। সত্যি বলছি, জীবনেও এমন ভয় পাইনি। আমি তো ওখান থেকে বেরুবার কোনও রাস্তাই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু যেভাবেই হোক নিজের ওপর তোমার বিশ্বাস ছিল।' বিরতি দিল সে। তারপর বলল, 'আশা করি ওয়াচ আর সিন্ডিকে ওরা পুড়িয়ে মারছে না।'

কাজ শেষ অ্যাডামের। সিধে হলো। 'না। মনে হয়না ওরা সেরকম কোনও বিপদে আছে। আগামী দুশো বছরের মধ্যেও ওদের পুড়ে মরার কোনও চান্স নেই।'

অবাক দেখাল স্যালিকে। 'আমরা কি এখনও অতীতে পড়ে আছি?'

'অতীতের অনেক গভীরে চলে এসেছি। আমার ভুলটা বুঝতে পারছি। আমি ঘাড়ের ভুল বেল্টে স্পর্শ করেছিলাম। এখন জানি কীভাবে আমাদের বর্তমান সময়ে ফিরে যাব।'

'আমরা যে সময়ে শহর ছেড়ে এসেছি তুমি কি সে মুহূর্তটিতে ফিরে যেতে চাইছ?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।

'না। আমি সে মুহূর্তের কয়েক মাস আগের সময়ে স্পুকসভিলে ফিরতে চাই। আমাদের হ্যান্ড লেজারের কথা মনে আছে?

হ্যালোউইনের রাতে অ্যান টেম্পলটন ওটা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যায়। সে ভেবেছে ওরকম ভয়ংকর অস্ত্র আমাদের ঘাঁটাঘাঁটি করা উচিত নয়। আমি ওই সময়ের আগে চলে যেতে চাই। অস্ত্রটা ফেরত পেতে চাই।'

'কিন্তু কাজটা বিপজ্জনক। ব্রহ্মাণ্ডে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।'

'স্পুকসভিল ওয়াচ ট্রায়ালে ফেরার চেয়ে কম বিপজ্জনক। ওই লোকগুলো এমন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ওদেরকে যুক্তি দিয়ে কিছু বোঝানো যাবে না। আমি লেজারটা একবারে হাতে পাই, ওয়াচ এবং সিন্ডিকে উদ্ধার করা তখন কোনও ব্যাপারই না।'

'কিন্তু ব্রাইসের কী হবে?' জানতে চাইল স্যালি।

'ওর জন্য তোমার দরদ আছে নাকি?'

'অবশ্যই আছে। যদিও ভান করি দরদ নেই।'

'কেন কর?' জিজ্ঞেস করল অ্যাডাম।

'কঠিন মেয়ে সেজে থাকতে মজা লাগে বলে,' জবাব দিল স্যালি। 'এটা আমার ভড়ং বলতে পারো।'

'বুঝলাম,' ওকে কাছে টানল অ্যাডাম। 'রেডি হও। আমি ডিভাইস চালু করতে যাচ্ছি। হিসেবনিকেশে গরমিল না হলে হ্যালোউইনের আগের দিনটিতে স্পুকসভিলে পৌঁছে যাব আমরা।'

'আর যদি হিসেবে ভুল হয় তো আমাদেরকে হয় ডাইনোসররা গিলে খাবে নয়তো পাথর-বন্দী হয়ে থাকব,' বলল স্যালি।

'সত্যি, অ্যাডাম, বুঝতে পারছি না তোমার সঙ্গে কেন আছি আমি।'

হেসে উঠল অ্যাডাম, চালু করে দিল টাইম টয়।

'আছো কারণ সঙ্গে না থাকলে উড়তে পারতে না,' বলল ও।

দশ

টুইকের রীতিমতো আফসোস হচ্ছে কেন অতীতের দুই হিরোর সঙ্গে জন্মদিন কাটানোর আবদার করল। সিন্ডি এবং ওয়াচের সঙ্গে তাকেও স্পুকসভিলের সাগর-সৈকতে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। আগের চিতার কাঠ জ্বলে পুড়ে শেষ। তবে শহরের ধনী লোকেরা আবার কাঠ কিনে সাজিয়েছে চিতা। সে চিতায় গ্যালন গ্যালন তেল ঢালা হয়েছে। লোকজন ভয়ানক ক্ষিপ্ত। বিচারকের মৃত্যুতে তারা প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠেছে। তারা ডাইনির প্রাসাদ উড়িয়ে দেয়ার কথা বলছে।

'স্যালি এবং অ্যাডামকে কি এখানে পুড়িয়ে মারা হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল সিন্ডি। টুইক এবং ওয়াচের মাঝখানের চিতায় বাঁধা হয়েছে তাকে।

'আশাকরি না,' জবাব দিল ওয়াচ। 'আশা করি ওরা আমাদেরকে উদ্ধার করবে। অ্যাই, টুইক, আমরা উদ্ধার পাবো নাকি পাবো না?'

ব্যথায় আর ভয়ে টুইকের মুখ শুকিয়ে এতটুকু।

'জানি না,' গুঙিয়ে উঠল সে। 'এ নিয়ে কোনও লেখা আমি পড়িনি। আমি মরতে চাই না। আমাকে বাঁচাও।'

'তোমার মোহভঙ্গ করতে চাই না আমরা,' বলল ওয়াচ। 'তবে আমরা অতিমানব নই। আমরা বিপদ থেকে রক্ষা পেতে নিজেদের সাহস এবং বুদ্ধিমত্তার ওপর নির্ভর করি। ভাগ্যও খানিকটা সহায়তা করে আমাদেরকে। তবে আজ কোনওটাই কাজে আসবে বলে মনে হচ্ছে না।'

'আমরা এ সময়ে চলে এলাম কেন?' জিজ্ঞেস কলল সিন্ডি।

'এরকম ইচ্ছাই তোমার ছিল, না?'

'হুঁ,' স্বীকার করল ওয়াচ। 'তবে ঘড়ির বাহুগুলো খুব বেশি সংবেদনশীল। ওগুলো নিয়ে বোধহয় একটু বেশিই ঘাঁটাঘাঁটি করে ফেলেছি।'

'এমন হতেই পারে,' বলল সিন্ডি। 'এজন্য নিজেকে দোষারোপ করে লাভ নেই।'

'কিন্তু আমি দোষারোপ করব,' জ্বলন্ত মশাল হাতে কয়েকজন লোককে এগিয়ে আসতে দেখে আর্তনাদ ছাড়ল টুইক। 'আমি মরতে চাই না। আজ আমার জন্মদিন।'

'তবে তোমার জন্মদিনে ওদের কিছু আসবে যাবে না,' বলল ওয়াচ।

টুইকের গাল বেয়ে অশ্রুর স্রোত গড়াচ্ছে। 'কিন্তু আমার বয়স তো খুবই কম। আমি মাত্র বারো বছর আগে উৎপাদিত হয়েছি।'

'ওদেরকে উৎপাদন টুৎপাদন নিয়ে কিছু বলতে যেয়ো না,' উপদেশ দিল সিন্ডি। 'ওরা ধরে নেবে তুমি সত্যি একটা ডাইনি।'

'ওরা ওটা আগেই ধরে নিয়েছে,' বলল ওয়াচ।

কাঠে আগুন ধরিয়ে দিল লোকগুলো।

দাউদাউ জ্বলতে লাগল কাঠ, ধোঁয়া উঠছে।

সোল্লাসে চিৎকার দিল জনতা।

আগুনের তাপ অসহনীয়। যন্ত্রণায় কাতরে উঠল টুইক।

চোখ বুজে চেঁচাতে লাগল সিন্ডি এবং ওয়াচ।

এমন সময় জনতার উল্লসিত চিৎকার পরিণত হল ভয়ার্ত আর্তনাদে।

চোখ মেলে চাইল সিন্ডি। দেখল আগুনের লাল শিখা ঘিরে ধরেছে জনতাকে। প্রথমে ভাবল চোখে ভুল দেখছে। কিন্তু লোকজন সত্যি জায়গা ছেড়ে পালাতে শুরু করেছে। সবচেয়ে অবাক ব্যাপার সিন্ডি

শুনতে পেল স্যালির কণ্ঠ। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল সত্যি স্যালি। ওর পেছনে দাঁড়িয়ে হাতের রশি কাটছে।

'হাই, গার্ল,' বলল স্যালি। 'আগুনে দগ্ধ হওয়া খুব কষ্টের, না?'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে হাসল সিন্ডি। 'জানতাম তুমি আমাকে রক্ষা করতে আসবে।'

স্যালি রশিতে ছুরির পোঁচ চালাতে চালাতে বলল, 'শুধু আমি?'

'হ্যাঁ, এ নরক থেকে কাউকে উদ্ধার করার মত সাহস একমাত্র তোমারই আছে।'

'ধন্যবাদ। এটাকে আমি প্রশংসা হিসেবে নিচ্ছি।'

'আমি তোমার প্রশংসাই করেছি,' বলল সিন্ডি। অবশেষে মুক্ত হলো রশির বাঁধন। অগ্নিশিখা তখন ওর শরীর থেকে মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার দূরে। স্যালি উঁচু হয়ে দ্রুত সিন্ডির পায়ের বাঁধন কেটে দিল। পাশের চিতায় ইঙ্গিত করল।

'রূপালি সুট পরা ছেলেটা কে?' জিজ্ঞেস করল স্যালি।

'ওর নাম টুইক। ভবিষ্যৎ থেকে এসেছে।'

'ওর বাঁধনও কেটে দেব?'

'অবশ্যই। আজ ওর জন্মদিন।'

আগুনের তাপ বেড়েই চলেছে। ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসছে।

কেঁপে উঠল স্যালি। 'ওয়াচের পরে ওর রশি কাটো। অবশ্য ততক্ষণ পর্যন্ত যদি সুযোগ থাকে।'

সিন্ডির পা মুক্ত। সে টুইকের চিতার দিকে পা বাড়াল।

'আমি ওর বাঁধন খুলে দিচ্ছি,' বলল ও। 'অ্যাডাম কই?'

'সে গির্জার চুড়োয় বসে লাল আগুনের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। বলেছিল এতে কাজ হবে। হয়েছে। লোকগুলো ভয়ে পালিয়েছে। আজ আর এদিকের ধারেকাছেও ঘেষবে না।' বিরতি দিল সে। 'ব্রাইসের সঙ্গে কি তোমার দেখা হয়েছে?'

টুইক প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেছে অথবা অজ্ঞান হবার ভান করছে। সিন্ডি ওর খুঁটির পাশে ঝুঁকে রশি খুলতে লাগল।

'কে?' জিজ্ঞেস করল সিন্ডি।

'ব্রাইস,' ওয়াচের দিকে তাকাল স্যালি।

'ব্রাইস নামে কাউকে আমরা চিনি না,' বলল ওয়াচ।

স্যালি ওয়াচের হাতের বাঁধন কাটতে কাটতে বলল, 'ব্রাইস আমাদের বন্ধু। দুর্ঘটনাক্রমে আমরা তার গ্রেট-গ্রেট-গ্রেট-গ্রেট-গ্রেট গ্রান্ডফাদারকে মেরে ফেলেছি। কিন্তু তাই বলে তোমরা এত তাড়াতাড়ি তাকে ভুলে যাবে এ কেমন কথা?'

ধোঁয়া নাকে ঢুকতে কেশে উঠল ওয়াচ। 'সত্যি বলছি ব্রাইস নামটা জীবনে শুনিনি আমি।'

'আমিও,' হাঁক ছাড়ল সিন্ডি। টুইকের জ্ঞান ফিরেছে।

'আমি রক্ষা পেয়েছি!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'আমার হিরোরা আমাকে বাঁচিয়েছে।'

'স্যালি আসলে আমাদেরকে রক্ষা করেছে,' বলল সিন্ডি।

টুইকের উত্তেজনা ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল।

'সেই শয়তানী?' জিজ্ঞেস করল সে।

'আমাকে কী বললে?' জানতে চাইল স্যালি।

'কিছু না,' বিড়বিড় করল সিন্ডি।

মাথা নাড়ল স্যালি। 'আমি বুঝতে পারছি না তোমরা ব্রাইসের কথা কীভাবে ভুলে গেলে। অথচ ওকে আমার পরিষ্কার মনে আছে।'

'তুমি যে লোকের কথা বলছ,' বলল ওয়াচ, 'এক সময় হয়তো তার অস্তিত্ব ছিল। তুমি অতীতের এ সময়ে চলে এসেছ আর সে আমাদের ভবিষ্যৎকালে ধ্বংস হয়ে গেছে। তাকে নিয়ে তোমার স্মৃতি মুছে না গেলেও আমাদেরটা মুছে গেছে।'

'ও দেখতে কেমন?' জানতে চাইল সিন্ডি।

'সুদর্শন,' বলল স্যালি। 'তুমি ওর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলে, সিন্ডি।'

বিস্মিত দেখাল সিন্ডিকে। 'এ অসম্ভব। আমি ভালবাসতাম সেকথা শেষ করল না।'

মুচকি হাসল স্যালি। 'তুমি একবার আমাকে বলেছ এ দুনিয়ায় একটি ছেলেকেই তুমি ভালবাস আর সে হলো ব্রাইস।'

'আমার রশি খুলতে থাকো, প্লীজ', সিন্ডিকে বলল টুইক। সিন্ডি রশি খুলতে গিয়ে থেমে গেছে মাঝপথে।

'দুঃখিত,' বিড়বিড় করল সিন্ডি। আবার ফিরে গেল নিজের কাজে। আগুন টুইকের রূপালি জুতা প্রায় ছুঁইছুঁই করছে। তবে জুতাজোড়া অগ্নিনিরোধক বলে টুইকের কোনও ক্ষতি হলো না। তবে স্যালির কথা শুনে চিন্তায় পড়ে গেছে সিন্ডি। সে তো ভালোবাসে অ্যাডামকে। তাহলে আরেকজন এল কোত্থেকে?

স্যালি চলে এল সিন্ডির পাশে। ওয়াচকে বন্ধনমুক্ত করেছে। সে জ্বলন্ত কাঠ বাঁচিয়ে নেমে এল চিতা থেকে। টুইকের রশি কাটার সময় স্যালি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সিন্ডির চুলের দিকে। টুইক অধৈর্য হয়ে উঠল।

'আমার পায়ের পাতা আগুনের মত গরম হয়ে উঠেছে,' চেঁচাল সে। 'লাগছে তো! আজ আমার জন্মদিন।'

'শ্‌শ্‌,' বলল স্যালি। 'সিন্ডি, তোমার চুলের রঙ লাল।'

'তাতে কী হয়েছে? আমার চুলের রঙ তো সবসময়ই লাল ছিল।'

'না। তোমার চুলের রঙ ছিল সোনালি।'

'মিথ্যা বলছ। আমার লাল চুল আমার সবচেয়ে গর্বের বস্তু। তুমি সবসময় আমার চুল নিয়ে হিংসা করতে,' বলল সিন্ডি। স্যালি সিরিয়াস গলায় বলল, 'ব্রাইসকে নিয়ে মিথ্যা বলেছি শুধু। ওর সত্যি অস্তিত্ব রয়েছে এবং তুমি ওর প্রেমেও পড়নি। তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম। এজন্য আমি দুঃখিত। কাজটা করা উচিত হয়নি। কিন্তু তুমি সত্যি স্বর্ণকেশী ছিলে, সিন্ডি। তোমার সোনালি রঙের চুল সত্যি খুব সুন্দর ছিল।'

'আমার চোখের রঙও নিশ্চয় বদলে গেছে! সবুজের বদলে নীল হয়ে গেছে?'

সামনে ঝুঁকে এল স্যালি। কোঁচকাল ভুরু। 'হ্যাঁ, তোমার চোখের রঙ নীলই দেখতে পাচ্ছি। চোখের রঙ বদলাল কী করে।'

কাশতে কাশতে চিতা থেকে নেমে এল সিন্ডি।

'এ নিয়ে আমরা পরে গবেষণা করব,' বলল ও। 'চুল আর চোখের রঙ নিয়ে ভাবতে ভাবতে আমার মাথা ধরে গেছে।'

এগারো

ওরা পাঁচজন মিলিত হলো ডাইনির প্রাসাদে। পাথরের ডাইনিং রুমে। শহরের সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা এটি। তবে প্রাসাদকে এখন নিরাপদ বলা যাবে না। কারণ উন্মত্ত জনতা প্রাসাদের বাইরে জড়ো হচ্ছে। ওরা যে কোনও মুহূর্তে হামলা চালিয়ে বসবে প্রাসাদে। তবে মেডেলিন টেম্পলটনকে মোটেই বিচলিত মনে হচ্ছে না। সে তার পোষা দানবদের নিয়ে মিটিং-এ বসেছে আত্মরক্ষার কৌশল নির্ধারণ করতে। ডাইনি অবশ্য অ্যাডামদেরকে বলে দিয়েছে সে ওদেরকে কোনও রকম সাহায্য করতে পারবে না। তবে ওদেরকে প্রাসাদ থেকে বের করেও দিচ্ছে না। আশ্রয় পাবার জন্য ওরা মেডেলিনের প্রতি কৃতজ্ঞ।

'সবার আগে ব্রাইসকে রক্ষা করতে হবে আমাদের,' অ্যাডাম বন্ধুদের সামনে পায়চারি করতে করতে বলল। ওদের সঙ্গে টাইম টয় বা টাইম টেররও আছে। যন্ত্রটাকে দুনামেই ওরা ডাকছে। বিকট একটা মূর্তির মতো ওটা বসে রয়েছে মেঝের ওপর। অ্যাডাম তার ডিভাইসটা হারায়নি। তবে সিন্ডি এবং ওয়াচ তাদের যন্ত্রটা খুইয়েছে জনতার রোষে।

তবে ওদের মনে একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে।

'ব্রাইসকে সবার আগে রক্ষা কেন করতে যাব যাকে আমরা চিনিই না,' বলল ওয়াচ।

'আমরা আগে ওকে উদ্ধার করি তারপর এ প্রশ্নের জবাব পাবে,' বলল অ্যাডাম। 'ওকে তোমাদের ভালো লাগবে। বিশ্বাস করো, ওয়াচ, তোমার মনে হবে ওর জন্য লড়াই করাটা সার্থক।'

'তোমার ওপর আস্থা রাখছি,' বলল ওয়াচ।

'আমি কি সত্যি স্বর্ণকেশী?' জিজ্ঞেস করল সিন্ডি।

ওর দিকে তাকাল অ্যাডাম। কুঁচকে গেল ভুরু।

'তোমার চুলের আবার কী হলো?' জিজ্ঞেস করল সে।

নিজের কোলে মুখ গুঁজল সিন্ডি। 'নেভার মাইন্ড।'

'তুমি এবং স্যালি যা বললে', অ্যাডামকে বলল ওয়াচ। 'তাতে বোঝা যাচ্ছে স্যালিকে হত্যার চেষ্টা করতে গিয়ে মৃত্যু ঘটে বিচারক জেফ পুলের এবং এর ফলে ব্রাইস পুলের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে।'

'অ্যাই, ওয়াচ,' বলল স্যালি। 'তোমার চশমা কই? চশমা ছাড়া দেখতে পাচ্ছ?'

মুখ ভেংচাল অ্যাডাম। 'স্যালি, এসব প্রশ্ন না করাই ভালো। ওরা অনেক কিছুই মনে করতে পারছে না।'

'আমি কোনও কালেই চশমা পরতাম না,' বলল ওয়াচ।

'তোমার হাতের চারটা ঘড়িও নেই দেখছি,' বলল স্যালি।

'আমি একসঙ্গে চারটা ঘড়ি পরতে যাব কেন?' জিজ্ঞেস করল ওয়াচ।

'এসব ছোটখাট বিষয় নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে,' বলল অ্যাডাম। 'আমাদেরকে যেভাবেই হোক অতীতে ফিরে গিয়ে বিচারক পুলের মৃত্যু ঠেকাতে হবে।'

'তোমার কথা আমার পছন্দ হচ্ছে না,' বলল স্যালি।

'সে যদি না মারা যায় তো আমার মৃত্যু অনিবার্য।'

ঘরের এক কোণ থেকে মন্তব্য করল টুইক, 'শয়তানি।'

'এই শয়তানিটা কে?' গর্জে উঠল স্যালি।

মুখ তুলে চাইল সিন্ডি। তার চেহারায় ফিরে এসেছে রং। 'ভবিষ্যতে দেখা গেছে আমরা সবাই হিরো হয়ে গেছি। ইতিহাস আমাদেরকে পুজো করছে। ওরা আমাদের সম্মানে গোটা স্পুকসভিলকে একটি জাদুঘরে রূপান্তর ঘটিয়েছে। একটি বিশেষ

ওয়াচ সেন্টারও নির্মাণ করেছে যেখানে ওয়াচ বুড়ো বয়সে নানান জিনিস আবিষ্কার করবে।' বিরতি দিল ও। 'তবে আমাদের সবাই হিরো নয়। 'যেমন তুমি', স্যালির দিকে তাকাল সিন্ডি। 'ইতিহাসবিদরা তোমাকে আখ্যা দিয়েছেন শয়তানি হিসেবে।'

চোয়াল ঝুলে পড়ল স্যালির। 'কিন্তু আমি কী দোষ করলাম? টুইক? সত্যি কথা বলো নয়তো তোমাকে জানালা দিয়ে বাইরে জনতার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেব।'

টুইক বলল, 'সিন্ডি ঠিকই বলেছে। খুব কম ইতিহাসবিদের চোখে তুমি ভালো।'

লাফিয়ে উঠল স্যালি। 'কিন্তু আমি দোষটা কী করলাম শুনি?'

অস্বস্তি নিয়ে নড়েচড়ে উঠল টুইক। 'তোমার সম্পর্কে বলা হয় তুমি অন্য হিরোদের জন্য যন্ত্রণাবিশেষ। বিশেষ করে সিন্ডি ম্যাকের কাছে।'

রেগে আগুন হলো স্যালি। 'বাজি ধরে বলতে পারি সিন্ডি ম্যাকের ব্যক্তিগত ডাইরি পড়ে তোমার মাথায় নির্বোধ ইতিহাসবিদদের গাধার মত বিশ্বাস জন্মেছে।'

মাথা ঝাঁকাল টুইক। 'সিন্ডি ম্যাকের ডাইরি আদি স্পুকসভিল পুনঃ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।'

খেঁকিয়ে উঠল স্যালি। 'আমি এসবে বিশ্বাস করি না। আমি এখানে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তোমাদেরকে বাঁচাতে এসেছি আর আমাকে কিনা ইতিহাস বইয়ের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করা হচ্ছে।'

'বলা হয় তুমি দলটিকে নানান ঝামেলায় ফেলেছ,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল টুইক। স্যালিকে তার ভয় লাগছে।

'সাহস থাকলে একটা ঝামেলার কথা বলো।' চেঁচাল স্যালি। 'বর্তমান ঝামেলা থেকেই তো একথা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে', বিড়বিড় করল ওয়াচ।

'তোমাকে টাইম টয় নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে মানা করেছিলাম,' বলল সিন্ডি। 'কিন্তু তুমি আমাদের কথায় কান দাওনি।'

'এবং তুমিই উইশিং স্টোন বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য গোঁ ধরেছিলে,' যোগ করল ওয়াচ।

উদ্ভাসিত দেখাল টুইককে। 'এবং তুমি তোমার বন্ধুদেরকে সিক্রেট পাথের ভয়ংকর বিপদে ফেলে দিয়েছিলে।'

স্যালি অন্যদিকে মুখ ঘোরাল। 'ও একথা জানল কী করে?'

হাত তুলল অ্যাডাম। 'এখন এসব নিয়ে কথা বলার সময় নেই। ব্রাইসকে আমাদের বাঁচাতে হবে। একটা বুদ্ধি বের করা দরকার। এভাবে সারাজীবন বসে থাকলে চলবে না। আমরা জানি জনতা আজ মেডেলিনকে হত্যা করতে চেয়েছে। ওয়াচ, তুমি সবকিছুই কাছ থেকে দেখেছ। বিচারক পুল স্যালিকে হত্যা করতে চেয়েছিল। স্যালি অতীতে চলে না এলে সে ওকে হত্যার চেষ্টা করত না। মেডেলিনও তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিত না। বিচারককেও ওভাবে মরতে হতো না।

'ঠিক বলেছ,' বলল ওয়াচ। 'সব খাপে খাপ মিলে যাচ্ছে।'

মাথা ঝাঁকাল অ্যাডাম। 'এখন দেখা দরকার কীভাবে ওই মুহূর্তটি বদলে ফেলা যায়। কারও মাথায় কোনও বুদ্ধি খেলছে?'

'আমাদের কাছে হ্যান্ডলেজার আছে,' বলল সিন্ডি। 'এরকম করলে কেমন হয়, অ্যাডাম, আমরা অতীতে ফিরে গেলাম এবং স্যালিকে আঘাত করার আগেই বিচারক পুলকে অজ্ঞান করে ফেললাম?'

'সে তারপরও ছোরার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে পারে,' বলল স্যালি।

'নাও হতে পারে,' বলল অ্যাডাম। 'মেডেলিন টেম্পলটন তাকে এমন জোরে ধাক্কা দিয়েছিল যে সে নিজের অস্ত্রের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়।'

'মেডেলিন কি বিচারককে ইচ্ছা করে মেরেছে?' জিজ্ঞেস করল সিন্ডি।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল স্যালি। 'ওই লোকই মেডেলিনকে মৃত্যু দণ্ডাদেশ দেয়। মেডেলিন কেন তাকে হত্যা করেছে এখন বুঝতে পারছি।

বিরতি দিল সে। 'সিন্ডির বুদ্ধি আমার পছন্দ হয়েছে। সহজ-সরল পরিকল্পনা।'

'কিন্তু সেক্ষেত্রে একই টাইম ফ্রেমে দুটো অ্যাডাম কিন্তু থাকছে,' সতর্ক করে দিল ওয়াচ। 'ওদের একজনের সঙ্গে অপরজনের যদি সংঘর্ষ হয়ে যায়? আমরা এ বিষয় নিয়ে আগেও আলোচনা করেছি। জানি না কী ঘটবে। তবে টুইককে আমাদের ভবিষ্যতে পাঠিয়ে দেয়া উচিত। ও নিশ্চয় জানে কীভাবে লেজার পিস্তল চালাতে হয়। ওকে দিয়েই বিচারক পুলকে কব্জা করা যেতে পারে।'

টুইককে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাল। 'আমি তোমাদের বীরত্বের কাহিনী পড়তে ভালোবাসি।' কিন্তু কখনও তোমাদের মত হতে চাইনি।

'ভবিষ্যতের স্পুকসভিলে থাকাকালীন তো এরকম কথা বলনি।' বলল সিন্ডি।

মাথা নোয়াল টুইক। 'ওরা আমাকে যখন খুঁটিতে বেঁধে পোড়াবার মতলব করেছিল, প্রচুর ধকল গেছে আমার। আজ আমার জন্মদিন। আমি তোমাদের সঙ্গে মজা করতে এসেছিলাম।'

'হিরো হতে গেলে সবসময় মজা জোটে না কপালে,' তেতো গলায় বলল স্যালি।

'বাজে কথা থাক,' বলল অ্যাডাম। তাহলে আমরা যা করছি তাহলো– স্যালিকে বিচারক হত্যার চেষ্টা করার ঠিক পূর্বমুহূর্তে ওখানে হাজির হয়ে যাব। লোকটার পেছনে এসে তাকে লেজার পিস্তল দিয়ে বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে ফেলব। বিচারক মাটিতে অসহায়ের মত পড়ে থাকলে মেডেলিন টেম্পলটন তার কোনও ক্ষতি করতে চাইবে বলে মনে হয় না। তারপর আমি ফিরে আসব এখানে। সবকিছু তখন ঠিক হয়ে যাবে। তারপর আমরা আমাদের সময়ে ফিরে যেতে পারব।'

'আমি বাড়ি ফিরতে পারব তো?' জানতে চাইল টুইক।

'পারবে,' বলল অ্যাডাম। 'তুমি তোমার বাসস্থানে ফিরে যেতে পারবে।'

লেজার পিস্তল কোমরের বেল্টে গুঁজল অ্যাডাম। টাইম টয়কে রি-অ্যাডজাস্ট করল। তার সঙ্গে হাত লাগাল ওয়াচ। অবশেষে অ্যাডজাস্টমেন্ট নিয়ে সন্তুষ্ট হলো ওরা। সবাই অ্যাডামকে শুভ কামনা জানাল।

'আমি যখন ফিরে আসব, ব্রাইস এখানে থাকবে,' বলল অ্যাডাম।

'সত্যি?' জিজ্ঞেস করল সিন্ডি।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল ওয়াচ। 'স্যালির গ্যারেজে থাকাকালীন সে যদি অদৃশ্য হয়ে না গিয়ে থাকে, তাহলে তার আমাদের সঙ্গে ভবিষ্যতে যাবার কথা। আবার আমাদের সঙ্গেই সে অতীতে ফিরে আসবে।'

'কিন্তু আমাদের ভবিষ্যতের নথিপত্রে ব্রাইস সম্পর্কে কোনও কথা লেখা নেই।' বলল টুইক।

'কারণ ওয়াচ এবং সিন্ডি যখন তোমাদের ভবিষ্যতে পৌঁছেছে ওই সময় ব্রাইসের গোটা বংশলতিকা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।' ব্যাখ্যা দিল অ্যাডাম। সে ডিভাইসের ঘাড়ের বেল্ট স্পর্শ করল। 'তোমরা পাশের ঘরে যাও। জানি না এটার টেলি রিপোর্টিং বীমের বিস্তৃতি কতখানি।'

'গুড আইডিয়া,' বলল ওয়াচ। সবাই দ্রুত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ওয়াচ দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আবার শুভ কামনা জানাল অ্যাডামকে। তারপর চলে গেল পাশের ঘরে।

গুঞ্জন তুলল টাইম টয়। জ্বলে উঠল টাইম টেরর।

অ্যাডাম স্থির চোখে তাকিয়ে রইল ওদিকে, যেন নিজের মৃত্যুর দিকে চেয়ে আছে।

হঠাৎ আলোর ঝলকানি। পরক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেল অ্যাডাম।

বারো

এক ঘণ্টা পরে, দলটি যখন ডাইনির ডাইনিং রুমে ফিরে এল এবং বাইরে জনতা প্রাসাদের দেয়াল ভেঙে ফেলার চেষ্টা করছে, ঠিক ওই মুহূর্তে ব্রাইস এসে হাজির হয়ে গেল। সঙ্গে অ্যাডামও। ব্রাইস লম্বা, চুলের রঙ সোনালি, চোখে বুনো চাউনি। তাকে স্যালি ছাড়া অন্যরা চিনতে পারল না।

'হাই বন্ধুরা,' বিড়বিড় করল ব্রাইস, 'ফ্রিসবি খেলবে?'

গুঙিয়ে উঠল স্যালি, 'ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে দেখছি।'

তাকাল সিন্ডির দিকে। 'যাক্ তুমি আবার তোমার সোনালি চুল ফিরে পেয়েছ।'

ভুরু কোঁচকাল সিন্ডি। 'আমার চুল সবসময়ই সোনালি ছিল। এসব কী বলছ তুমি?'

মাথা নামাল স্যালি। 'আমি কিছুই বলছি না।'

এগিয়ে এল ওয়াচ, ব্রাইসের দিকে বাড়িয়ে দিল হাত।

'প্লীজড টু মীট ইউ, ব্রাইস,' বলল ওয়াচ। 'তোমার কথা অনেক শুনেছি।'

ব্রাইস ওয়াচের বাড়ানো হাতের দিকে বোকার মত তাকিয়ে রইল।

'তুমি পিনবল পছন্দ করো?' বিড়বিড় করল ব্রাইস।

ওয়াচ তাকাল অ্যাডামের দিকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল অ্যাডাম। 'আমি জানি না সমস্যাটা কী হলো। আমি বিচারক পুলকে লেজার পিস্তল দিয়ে অজ্ঞান করে ফেলেছি। ওখানে অনেকক্ষণ ছিলাম মেডেলিন

টেম্পলটন পুলের কোনও ক্ষতি করে কিনা দেখতে। সবকিছুতো হিসেব মত ঘটার কথা। ব্রাইসেরও আগের চেহারা এবং আচরণে ফেরার কথা।'

ওয়াচ বলল, 'তুমি যখন বিচারককে পিস্তল দিয়ে গুলি করেছ, হয়তো সূক্ষ্মভাবে জেনেটিক কোনও ক্ষতি হয়েছে। লেসার রশ্মি ডিএনএ'র কোন ক্ষতিও করে থাকতে পারে। বিচারক বুড়ো তবে তার কোনও সন্তানও থাকতে পারে। হয়তো ওই জেনেটিক ক্ষতিই সন্তানকে প্রভাবিত করেছে এবং ব্রাইসের গোটা পরিবার দুর্বল হয়ে পড়েছে। এজন্যই ওকে আমরা আগের চেহারায় ফিরে পাইনি।'

'তোমার খেলনা ট্রাক আছে?' ব্রাইস জিজ্ঞেস করল টুইককে।

'ওহ্ না,' জবাব দিল টুইক। তাকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। তার হিরোরা ঝামেলায় পড়েছে। টুইক ভাবছে আদৌ সে বাড়ি ফিরতে পারছে কিনা।

হতাশায় পাথরের দেয়ালে ঘুষি মারল অ্যাডাম। বাইরে উত্তেজিত জনতার চিৎকার আরও জোরালো হয়ে উঠেছে। তবে চিৎকার শুনে মনে হচ্ছে ডাইনির সঙ্গে লড়াই বেধে গেছে তাদের। বিকট বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেল ওরা, বাতাসে বারুদের গন্ধ।

'এ অবস্থা সামাল দেয়া এখন অসম্ভব,' বলল অ্যাডাম। 'আমরা যদি ব্রাইসকে আগের চেহারায় ফিরেও পাই– যদিও মনে হয় না তা আর সম্ভব হবে কিনা– কিন্তু তারপরও কিছু সমস্যার সৃষ্টি হবে। এরপর দেখা যাবে সিন্ডির চুল সবুজ হয়ে গেছে।'

'খবরদার এসব কথা বলবে না,' দাবড়ে উঠল সিন্ডি।

মাথা ঝাঁকাল ওয়াচ। 'আমরা অতীতে ফিরে গিয়েও পরিস্থিতি আর অনুকূলে নিয়ে আসতে পারছি না। আমরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জিনিস বদলে ফেলেছি। আমরা অতীতকে যতই ঘষামাজা করতে যাব, ততই সব তালগোল পাকিয়ে যাবে।'

বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে অ্যাডামকে। 'তার মানে কোনও আশা নেই? যে পৃথিবীকে আমরা চিনি-জানি, সেখানে আর কোনদিনও ফিরে যেতে

পারব না? যাদেরকে আমরা ভালোবাসি তাদেরকে আর কখনও ফিরে পাব না?'

'তবে কিছু না কিছু আশা সবসময়ই থাকে,' বলল ওয়াচ।

'আমরা আসলে ভুল জায়গা বাছাই করছি। অতীতের সমস্যা মেটাতে গিয়ে অতীতে চলে যাচ্ছি।'

'কিন্তু এছাড়া তো উপায়ও নেই কোনও,' বলল অ্যাডাম।

'উপায় অবশ্যই আছে,' বলল ওয়াচ। 'জবাবটা এত পরিষ্কার যে ওদিকে কেউ খেয়ালই করেনি। আমরা অতীতের ঝামেলা মেটাতে পারব ভবিষ্যতে গিয়ে। আমি টাইম টয় সঙ্গে নেব। একা যাব। যাব সেখানে, যে সিনেমা হলের পেছনের গলিতে খেলনাটাকে পেয়েছিলাম। ওটাকে ওখান থেকে সরিয়ে ফেলব। তোমরা সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে আসার পরে যন্ত্রটিকে আর দেখতে পাবে না। যেন এসব ঘটনার কিছুই ঘটেনি। অবশেষে সবকিছু আগের মত হয়ে যাবে।'

হাতের তালু চাটতে লাগল ব্রাইস, 'আমি ডিম খুব পছন্দ করি।' বলল সে।

কাতরে উঠল টুইক, 'ওহ্, না।'

অ্যাডাম ওয়াচের সামনে এসে দাঁড়াল। ওর চোখে চোখ রাখল।

'কিন্তু তুমি কী বলছ তা বুঝতে পারছ?' বন্ধুকে বলল সে।

'আমাদের সবার ক্ষেত্রে যেরকমটি যা ছিল সেরকম সবকিছু ঘটবে শুধু তুমি ছাড়া। ওই সময়ে তুমি দু'জন হয়ে যাবে।'

'ভয় পেয়ো না,' বলল ওয়াচ। 'আমি সাবধানে থাকব। আমার কিছু হবে না।'

'কিন্তু অপর ওয়াচ কী করবে?' আশংকিত গলায় প্রশ্ন করল সিন্ডি। 'সে কীভাবে বাঁচবে?'

হাসল ওয়াচ। 'তুমি আসলে জানতে চাইছ আমি কীভাবে বাঁচব। আমি এ বিষয়টি নিয়ে ভেবেছি। আমার ধারণা আমি ঠিকই থাকব। আমি সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াব।'

‘কিন্তু তুমি তো আমাদেরকে আর দেখতে পাবে না,’ বলল অ্যাডাম।

করুণ চেহারা নিয়ে মাথা দোলাল ওয়াচ। ‘তবে অন্তত এটুকু জানতে পারব যে আমার মতো একজন তোমাদের সঙ্গে আছে, সে একা নয়।’

‘তুমি একা হয়ে যাবে,’ বলল সিন্ডি। ‘এটা কোরো না।’

‘ও ঠিকই বলেছে,’ বলল অ্যাডাম। ‘বরং আমি যাই। গলিপথ থেকে টাইম টয়কে আমি সরিয়ে ফেলব।’

মাথা নাড়ল ওয়াচ। ‘একা থেকে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি। তাছাড়া কাজটা আমাকেই করতে হবে। কারণ আইডিয়াটি আমার।’

‘কিন্তু তোমার জন্য তো আমাদের দুশ্চিন্তা হচ্ছে,’ বলল স্যালি।

‘দুশ্চিন্তা করতে হবে না,’ বলল ওয়াচ। ‘তোমাদের এসব ঘটনা কিছুই মনে থাকবে না। তোমরা সিনেমা হল থেকে সোজা বাড়ি ফিরবে যেন কিছুই ঘটেনি।’ মাথা নামাল ও। ‘শুধু আমার সবকথা মনে থাকবে।’

অ্যাডাম ওয়াচের কাঁধে হাত রাখল।

‘অসাধারণ একটা বুদ্ধি বের করেছ তুমি,’ বলল সে। ‘তোমাকে যদি এতটুকু সাহায্য করতে পারতাম!’

হাসল ওয়াচ, এক ফোঁটা অশ্রু মুছল চোখ থেকে। সবার দিকে তাকাল প্রবল ভালোবাসা নিয়ে। ওরা ওকে এমন আবেগপ্রবণ হতে কখনও দেখেনি।

‘তোমরা আমাকে সুখী করার মাধ্যমে সাহায্য করতে পারবে। অপর ওয়াচকে সুখী করবে।’

ওরা কথা দিল তা-ই করবে।

উপসংহার

সিনেমা দেখার পরে ওরা পেছনের দরজা দিয়ে বেরুল। ঢুকল গলিপথে। লবিতে উচ্চস্বরে চিৎকার চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে। তবে ওদিকে নজর দিলনা ওরা। মনে হচ্ছে ভ্যাম্পায়ার মহিলা এক তরুণ দম্পতির রক্ত পানের চেষ্টা করছে। স্পুকসভিলে মাঝেমাঝে অন্যের ব্যাপারে নাক না গলানোই ভালো। এমনকী অ্যাডাম, যে সবসময় পরের বিপদ দেখলেই এগিয়ে যায়, সে-ও একথার মাজেজা অবশেষে বুঝতে পেরেছে।

ওরা কেন জানি গলিপথে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সবাই একযোগে তাকাল ডানদিকে।

যেন কিছু একটা দেখতে পাবার প্রত্যাশা করছে সকলে।

ছায়ায় কিছু একটা লুকিয়ে আছে।

কিন্তু কিছুই নেই।

ওরা ফেটে পড়ল অট্টহাসিতে।

'ছবিটা আসলে আমাদেরকে খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছে,' বলল স্যালি।

'ইয়াহ্,' সায় দিল সিন্ডি। 'আমি ভাবছিলাম ওখানে কোনও ভিন্নগ্রহবাসী ওঁৎ পেতে আছে, ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত।'

'এতে প্রমাণ হয় ভালো ছবি মানুষকে ভয় পাইয়ে দেয়,' মন্তব্য করল অ্যাডাম। 'আমার ভয় পেতে ভালো লাগে।'

'কিন্তু এক রাতের জন্য অনেক ভয় পাওয়া হয়েছে,' বলল সিন্ডি। 'এখন বাড়ি চলো।'

ওরা গলিপথ ধরে বেরিয়ে এল। তখন লক্ষ করল পিছিয়ে পড়েছে ওয়াচ। গলির সেই অন্ধকার কোণে কী যেন দেখার চেষ্টা করছে।

'অ্যাই, ওয়াচ,' ডাকল স্যালি। 'কী হলো?'

ওয়াচ ঘুরল, দ্রুত কদমে এগিয়ে এসে যোগ দিল ওদের সঙ্গে।

তাকে বিষণ্ণ এবং ম্লান লাগছে, কাঁপছেও যেন।

'আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে জানো,' বলল ও। 'ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারব না কেমন লাগছে। তবে সারা শরীর কাঁটা দিয়ে উঠছে। যেন দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠলাম।'

হাসল স্যালি। 'অমন যখন মনে হবে তখন ধরে নিতে হবে কেউ তোমার কবরের ওপর দিয়ে হেঁটে গেল।'

'এটা তো পুরানো গল্প,' মন্তব্য করল অ্যাডাম।

'তবে গল্পের অনেকখানি অংশ সত্য,' বলল স্যালি, ওয়াচের হাত ধরল, 'চলো, আমি নিজে তোমাকে গরম চকোলেট বানিয়ে খাওয়াব। তোমার শীত শীত ভাবটা দূর হয়ে যাবে।'

ওরা হাসতে হাসতে হাঁটতে লাগল। কেউ লক্ষ করল না গলির ছায়ায় এক কিশোর দাঁড়িয়ে আছে, তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। কেউ শুনল না সে ঘুরে দাঁড়িয়ে রাতের আঁধারে মিশে যাওয়ার আগে যে শব্দটি উচ্চারণ করল। 'বিদায়,' বলল সে।